NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ শান্তিতে নোবেলজয়ীর হাতেই অশান্ত বাংলাদেশ

ধারালো অস্ত্রে স্বামীকে খুন, থানায় আত্মসমর্পণ স্ত্রীর ৫

কলকাতা ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ ২২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ রবিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৭৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 8.12.2024, Vol.18, Issue No. 177 8 Pages, Price 3.00

ভারতকে ‘ব্যান্ডউইথ ট্রানজিট’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল ইউনূস সরকার

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: ভারতকে ‘ব্যান্ডউইথ ট্রানজিট’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে ইন্টারনেট সংযোগ শক্তিশালী করতে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ‘ব্যান্ডউইথ ট্রানজিটে’র আবেদন করেছিল কেন্দ্র। কিন্তু সেই প্রস্তাব মানতে রাজি হয়নি বিটিআরসি তথা ‘বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন’। দেশের উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে ইন্টারনেট সংযোগ শক্তিশালী করতে বাংলাদেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করে ‘ব্যান্ডউইথ ট্রানজিটে’র আবেদন করেছিল কেন্দ্র। কিন্তু সেই প্রস্তাব মানতে রাজি হয়নি বিটিআরসি তথা ‘বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন’।

ভারতকে ‘ব্যান্ডউইথ ট্রানজিট’ সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের পর এ বার সরাসরি সুর চড়াল বাংলাদেশ। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল শনিবার বলেন, ‘ভারতকে বুঝতে হবে, বাংলাদেশের মানুষ আর নতজানু নীতি মেনে নেবে না, আমরা সমঅধিকার এবং সমমর্যাদার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব চাই।’

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ ঘিরে ইতিমধ্যেই নয়াদিল্লি-ঢাকা সম্পর্কে টানাপড়েন তৈরি হয়েছে। আগরতলায় ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর অভিযোগ উঠেছে সীমান্তের দু’পার থেকেই। আগরতলায় বাংলাদেশের উপ-দূতাবাসে হামলার প্রেক্ষিতে পরিষেবা বন্ধ করেছে ইউনূস সরকার। এই আবহে মঙ্গলবার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য ঢাকায় সর্বদল বৈঠক করেন ইউনূস-সহ অন্তর্বর্তী সরকারের পদাধিকারিরা। আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং তাদের মিত্র দলগুলি ছাড়া অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলকে ওই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয় বলে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম ‘প্রথম আলো’ জানিয়েছে। তিন দিন ধরে চলে ওই বৈঠক।

ইউনূসের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, সর্বদল বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী তারা নয়াদিল্লিকে দু’টি বার্তা দিতে চান; প্রথমত, দেশের সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার প্রশ্নে অন্তর্বর্তী সরকার আপসহীন। দ্বিতীয়ত, ফ্যাসিবাদ হটাতে গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া সব পক্ষ এখন ঐক্যবদ্ধ। তারা ‘পতিত ফ্যাসিবাদ’-এর পুনরুত্থান যে কোনও মূল্যে ঠেকাবেন। বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক তথা ইউনূস সরকার গঠিত ‘জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন’-এর সাধারণ সম্পাদক সারজিস আলম বলেন, ‘গত ১৪ বছর ধরে ভারত আওয়ামী লীগকে দল হিসেবে নিরাপত্তা দিয়ে বাংলাদেশকে শুষে খেয়েছে। তা আর হতে দেওয়া যাবে না।’

‘রাতের অন্ধকারে পুড়ল ইসকন মন্দির’

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে ফের আক্রান্ত ইসকন। এবার পুড়িয়ে দেওয়া হল ইসকনের নামহট্ট সেন্টার। এমনটাই অভিযোগ এনেছেন ইসকন কলকাতার-সহ সভাপতি রাধারমণ দাস। এ দিন এক্স হ্যান্ডল হামলার ছবি পোস্ট করেন তিনি। অশান্ত বাংলাদেশে আক্রান্ত হিন্দুরা। একের পর এক বাড়িঘর, মন্দিরে ভাঙচুর, পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে। ইসকনের বিভিন্ন মন্দিরেও হামলার অভিযোগ উঠেছে। এবার নামহট্ট সেন্টারে হামলার অভিযোগ আনলেন ইসকনের সন্ন্যাসী রাধারমণ দাস। এ দিন রাধারমণ দাস এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে বলেন, ‘বাংলাদেশের নামহট্টে আরেকটি ইসকন সেন্টার পুড়িয়ে দেওয়া হল। লদী নারায়ণের মূর্তি ও মন্দিরের অন্যান্য জিনিসও সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। এই সেন্টারটি ঢাকায় অবস্থিত।’ তিনি লেখেন, ‘রাত ২টো-৩টে নাগাদ দুষ্কৃতীরা রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও মহাভাগ্য লদী নারায়ণ মন্দিরে হামলা চালায়। মন্দিরের পিছনের অংশের টিনের ছাদ সরিয়ে পেট্রোল বা অক্টেন দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।’ এক্স পোস্টে তিনি মন্দিরের ঠিকানাও উল্লেখ করে দেন। ইসকনের একের পর এক মন্দিরে হামলা নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘দেবতার বিগ্রহকেও ওরা ছাড়ল না। দেখুন কীভাবে পুড়িয়ে দিয়েছে।’

মুম্বই পুলিশের হোয়াটসঅ্যাপে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে খুনের হুমকি

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বরী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে ফের বার্তা এল মুম্বই পুলিশের কাছে। যে নম্বর থেকে হোয়াট্সঅ্যাপে বার্তাটি এসেছে, সেটি রাজস্থানের অজমেঢ়ের বলে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে মুম্বই পুলিশের একটি দল অভিযুক্তকে ধরতে সেখানে রওনা হয়।

শনিবার সকালে মুম্বই ট্র্যাফিক পুলিশের হেল্পলাইনে বার্তাটি পাঠানো হয়েছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ওই বার্তায় পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের উল্লেখ রয়েছে। বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মোদিকে মারার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। যদিও পুলিশ এই নিয়ে বিশদে কিছু জানায়নি। তদন্তকারীরা প্রাথমিক ভাবে মনে করছেন, অভিযুক্তের মানসিক সমস্যা থাকতে পারে। বা তিনি মত্ত অবস্থায় এই মেসেজ করে থাকতে পারেন। এই নিয়ে তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

এই হুমকির বার্তা পাওয়ার পরে মুম্বইয়ের থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এর আগে বহু বার হুমকি দিয়ে ভুয়ো বার্তা এসেছে মুম্বই ট্র্যাফিক পুলিশের হেল্পলাইন নম্বরে। দিন দশেক আগে সলমন খানকে খুনের হুমকি দিয়ে তাদের হেল্পলাইন নম্বরে মেসেজ পাঠানো হয়েছিল। গত মাসের শেষে প্রধানমন্ত্রীকে খুনের পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে হুমকি ফোন গিয়েছিল মুম্বই পুলিশের কাছে। এই ঘটনায় ৩৪ বছরের এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছিল, তিনি মানসিক ভাবে সুস্থ নন। অক্টোবর মাসে পুণে পুলিশের কাছে এ ধরনের একটি ভুয়ো ফোন এসেছিল। ওই অভিযোগে ৩৮ বছরের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করে পুলিশ। পুণে পুলিশের কন্ট্রোল রুমে ফোন করে অভিযুক্ত দাবি করেছিলেন যে, প্রধানমন্ত্রীকে খুন করার জন্য একটি ফ্ল্যাটে বসে ছক কষছে দুষ্কৃতীরা। গত বছর জুলাই মাসেও প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে খুনের হুমকি দিয়ে ফোন গিয়েছিল মুম্বই পুলিশের কাছে।

রাজ্যসভায় জহরের ফাঁকা আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যসভায় ফাঁকা আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল তৃণমূল। আরজি কর-কাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন জহর সরকার। সেই আসন এত দিন শূন্য ছিল। রাজ্যসভার উপনির্বাচন আসন্ন। সাংসদ হিসাবে আরও ১৫ মাসের মেয়াদ বাকি ছিল জহরের। সংসদের উচ্চকক্ষে সেই শূন্য আসনে এ বার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রার্থী করল রাজ্যের শাসকদল। শনিবার সমাজমাধ্যমে এই ঘোষণা করা হয়েছে।

তৃণমূলের তরফে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে, ‘আসন্ন রাজ্যসভার উপনির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। ওঁকে আমরা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আশা করব, উনি রাজ্যসভায় তৃণমূলের যোগ্য উত্তরাধিকার বহন করবেন এবং প্রত্যেক ভারতীয়ের অধিকারের কথা বলে যাবেন।’

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমাজমাধ্যমে ঋতব্রতকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘ঋতব্রত এই মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। রাজ্য জুড়ে দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীদের জন্য তিনি নিরলস পরিশ্রম করেছেন। সময় লাগতে পারে, কিন্তু পরিশ্রমের দাম সব সময়ই পাওয়া যায়।’ উল্লেখ্য, আরজি কর-কাণ্ডের আবহে গত সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্যসভার সাংসদ পদ ছাড়েন জহর। রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। দলনেত্রী মমতাকে চিঠি লিখে পদ ছাড়ার কথা বলেছিলেন জহর। চিঠিতে জহর লিখেছিলেন, ‘গত এক মাস ধৈর্য ধরে আরজি কর হাসপাতালের ঘৃণ্য ঘটনার বিরুদ্ধে সবার প্রতিক্রিয়া দেখেছি আর ভেবেছি, আপনি কেন সেই পুরনো মমতা ব্যানার্জির মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সরাসরি জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলছেন না। এখন সরকার যে সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে, তা এককথায় অতি অল্প এবং অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।’ আরজি কর নিয়ে জনরোষের আবহে তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিয়েছিল জহরের এই চিঠি। সেই থেকে রাজ্যসভায় তৃণমূলের পদটি শূন্য ছিল।

ঋতব্রত একসময়ে ছিলেন সিপিএমের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের নেতা। আশুতোষ কলেজে পড়াশোনার সময়ে এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হন তিনি। প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্নেহের পাত্র ছিলেন ঋতব্রত। ২০১৪ সালে সিপিএম তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিল। সিপিএম সূত্রে জানা যায়, এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে আগ্রহী ছিলেন বুদ্ধদেব নিজেই। কিন্তু এর পর কয়েকটি বিতর্কিত ঘটনার জন্য ২০১৭ সালে সিপিএম তাঁকে বহিষ্কার করে। বেশ কিছু সময় দলহীন রাজনীতির পর তৃণমূলে যোগ দেন ঋতব্রত। ২০২১ সালের ভোটের পর তৃণমূলে সাংগঠনিক রদবদল হয়েছিল। সেই সময় তাঁকে শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি করা হয়। সেই সাংগঠনিক কাজেই এত দিন ব্যস্ত ছিলেন। এ বার তৃণমূল তাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল।

সন্দেশখালির পুকুরে মিলল আদিবাসী যুবতীর দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সন্দেশখালিতে পুকুর থেকে উদ্ধার আদাবাসী যুবতীর দেহ। নাম শরমা মুন্ডা (১৮)। যখন তাঁকে উদ্ধার করা হয় সেই সময় তাঁর কোমরে ইটও বাঁধা ছিল বলে জানা যাচ্ছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনা সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার ঘোষপুর এলাকায়। খুনের অভিযোগ পরিবারের। কিন্তু, কে বা কারা, কোন উদ্দেশ্যে খুন করেছে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ন্যাজাট থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে তা ময়নাতদন্তের জন্য বসিরহাট হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত ৪ তারিখ থেকে খোঁজ মিলছিল না শরমার। ন্যাজাট থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করে পরিবারের লোকজন। আশপাশের এলাকাতে খোঁজ চালিয়েও শরমার দেখা মেলেনি। মাঠে নামে পুলিশও। এরইমধ্যে এদিন ভোরে ঘোষপুর এলাকার একটি পুকুর থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। খবর চাউর হতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশেরও অনুমান এটা খুনের ঘটনা। কেউ বা কারা তাঁকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু, তার আগে তার উপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে কিনা তা বোঝার চেষ্টা করছে পুলিশ। পরিবার এবং এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

জগন্নাথ মন্দিরের কাজ দেখতে তিন দিনের দিঘা সফরে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের কাজ দেখতে তিন দিনের সফরে পূর্ব মেদিনীপুর যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী ১০ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন তিনি। ১১ ডিসেম্বর দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের কাজ খতিয়ে দেখে ১২ ডিসেম্বর তিনি কলকাতায় ফিরবেন। প্রসঙ্গত, পুরীর আদলে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরির পরিকল্পনা করেছে বাংলার সরকার। দীর্ঘদিন থেকে জোরকদমে চলছে কাজ। এমনিতেই বিগত কয়েক বছরে ভিড়ের মাত্রা অনেকটাই বেড়েছে দিঘা- মন্দারমনিতে। সেখানে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হয়ে গেলে বাংলার পর্যটন মানচিত্রে দিঘা আরও বড় জায়গা করে নিতে পারবে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের বড় অংশের। একই মতা রাজ্যেরও। পুরীগামী পর্যটক ও ভক্তদের দিঘাগামী করতেই দিঘাকে ঢেলে সাজাচ্ছে রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, নিউ দিঘা স্টেশন লাগোয়া ভগীব্রহ্মপুর মৌজার বিস্তীর্ণ উঁচু বালিয়াড়ির ওপর গড়ে উঠছে দিঘার এই জগন্নাথধাম। দেখতে হবে অনেকটাই পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সমান। উচ্চতাও প্রায় এক। মন্দিরকে কেন্দ্র করে ওই এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের কাজেও অনেকটাই জোর দেওয়া হচ্ছে। কয়েক বছর আগেই এই প্রকল্পের জন্য কয়েক’শো কোটি টাকা বরাদ্দও হয়ে যায়। তারপরেই হিডকোর তদারকিতে শুরু হয়ে গিয়েছিল সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ। বর্তমানে কাজ প্রায় শেষ পথে বলেই খবর। এগিয়ে আসছে উদ্বোধনের সময়েও। এদিকে ছাব্বিশেই আবার বিধানসভা নির্বাচন। তাই এই সময় মমতার দিঘা সফর বেশ খানিকটা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

মহা বিকাশ অঘাড়ি ছাড়ার ঘোষণা সপার

লখনউ, ৭ ডিসেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনে লজ্জার হারের পর এবার ভাঙন ধরল ‘মহা বিকাশ অঘাড়ি’তে। মহারাষ্ট্রে জোট ছাড়ার ঘোষণা করল সপা। উদ্ধবের বিরুদ্ধে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে সমর্থনের অভিযোগ তুলে শনিবার সপা বিধায়ক আবু আজমি ঘোষণা করলেন, শিবসেনা (উদ্ধব)-র ‘হিন্দুত্ব এজেন্ডা’র জেরেই মহাজোট ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা। বাল ঠাকরের উগ্র হিন্দুত্বের এজেন্ডা থেকে পিছু হঠে কংগ্রেস ও এনসিপির সঙ্গে জোট বেধে বিধানসভায় লড়েছিল উদ্ধবের শিবসেনা। সেখানে শরিক হয় সমাজবাদী পার্টিও। তবে নির্বাচনে এই জোটের ফল হাতেনাতে পেয়েছে উদ্ধবের শিবসেনা। মহাজুটির কাছে লজ্জার হারের পর নতুন করে হিন্দুত্বের এজেন্ডায় ফিরতে আগ্রহী হয়েছে উদ্ধবের শিব সেনা। এই প্রেক্ষিতেই সপা বিধায়ক আজমির অভিযোগ, ‘বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর দলের নেতাদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন উদ্ধব। সেখানে তিনি নির্দেশ দেন নতুন করে উগ্র হিন্দুত্বের পথে ফেরার।’ এর পর গত ৬ ডিসেম্বর সোশাল মিডিয়ায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সমর্থনে পোস্ট করে উদ্ধবের শিবসেনা। আজমি বলেন, ‘বাবরি মসজিদ ধ্বংসের জন্য জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছে শিবসেনা (উদ্ধব)। ঠাকরে শিবিরের বহু নেতা ওই মসজিদ ধ্বংসে সহায়তা করেছেন বলে দাবি করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন।’ একইসঙ্গে আজমি বলেন, ‘আমি স্পষ্টভাবে জানাচ্ছি আমরা মহাজোট ছাড়ছি। এবং অখিলেশ যাদবের সঙ্গে এই বিষয়ে কথাও বলেছি।’ ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিনে ওই ঘটনার সমর্থনে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন শিবসেনা বিধায়ক মিলিন্দ। যেখানে বাল ঠাকরের বক্তব্য তুলে ধরে লেখা হয়, ‘যারা এই কাজ করেছেন তাঁদের জন্য আমি গর্বিত।’ সেই পোস্টে উদ্ধব ঠাকরে ও তাঁর পুত্র আদিত্যর ছবিও তুলে ধরা হয়। এর প্রেক্ষিতেই সপা বিধায়ক বলেন, ‘যদি উদ্ধবের শিবসেনায় কেউ এই ধরনের মন্তব্য করেন তাহলে বিজেপির সঙ্গে এদের পার্থক্য কী? আমরা কেন ওঁদের সঙ্গে থাকব?’ উল্লেখ্য, মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচনে এবার মহাজোটের সঙ্গী হয়েছিল শিবসেনা (উদ্ধব), এনসিপি (শরদ) ও সপা। তবে মহাজুটির কাছে ধরাশায়ী হতে হয় তাঁদের। অত্যন্ত খারাপ ফল হয় উদ্ধবের শিবসেনার। এই ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক মহলের অনুমান, হিন্দুত্বের এজেন্ডা ছেড়ে বেরিয়ে আসার ফল ভুগতে হয়েছে উদ্ধবদের। এমন পরিস্থিতিতে উদ্ধব হিন্দুত্বের এজেন্ডায় ফিরতে চাইলে জোট ছাড়ার ঘোষণা করল সপা।

উপরাজ্যপালকে বার্তা মুসলিম ধর্মগুরুদের

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: বাংলাদেশে হিন্দু নিপীড়নের আবহে দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনার সঙ্গে দেখা করলেন হজরত নিজামুদ্দিন দরগা এলাকার মুসলিম ধর্মগুরু এবং সাধারণ নাগরিকদের প্রতিনিধি দল। রাজধানীতে অবৈধ উপায়ে বসবাস করা বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করার প্রস্তাব দিলেন তারা। পাশাপাশি, বাংলাদেশে হিন্দু এবং অন্য সংখ্যালঘুদের উপর হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে ওই প্রতিনিধি দল।

ইউনূসকে চিঠি রামকৃষ্ণ মিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইসকনের সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণের মুক্তির দাবিতে এবার ইউনূস সরকারকে চিঠি দিল ঢাকার রামকৃষ্ণ মিশন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জেলবন্দি হিন্দু সাধুকে মুক্তি দিলে সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হলে বলেই মত মিশনের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। চিঠিতে সে কথাই জানিয়েছেন তিনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Meru Sk, S/o.- Late Siddique Sk, গ্রাম ও পোঃ- কাজিসাহা, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ আমার LICI পলিসি নং 424270364 এতে আমার নাম Md Meher Ali আছে। গত ১৬/০৭/২০২৪ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Meru Sk এবং Md Meher Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

আমি নিলীমা সাহা, স্বামী মৃত-অরুন কুমার সাহা, গ্রাম ও পোঃ- হিজুলী, থানা- ধানতলা জেলা- নদীয়ার বাসিন্দা। আমার নামীয় ভোটার ও আধার কার্ডে আমার স্বামীর নাম অরুন কুমার সাহা হিসাবে লিপিবদ্ধ আছে। স্বামীর নামীয় রেলওয়ে সার্ভিস রেকর্ডের পি.পি.ও. বই -এ আমার স্বামীর নাম অমল কুমার সাহা হিসাবে লিপিবন্ধ থাকায় আমি ০৫/১২/২০২৪ তারিখে ২য় জে. এম রানাঘাট আদালত (ফাস্ট ক্লাস) মাধ্যমে এফিডেভিড বলে আমি নিলীমা সাহা স্বামী অরুন কুমার সাহা এবং নিলীমা সাহা স্বামী অমল কুমার সাহা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী আরতী ওরাও স্বামী শ্রী গুহা ওরাও সাকিম ঘনশ্যাম ব্যানার্জ্জী রোড, সূর্য সেন পল্লী, উত্তর দমদম, নিমতা, জেলা ২৪ পরগনা- ৭০০০৪৯ বিগত ইং 14/12/2020 তারিখে সম্পাদিত ডি.এস.আর-I, চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0242/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী রবি বাস্কে** পিতা ৺সুরেন নাথ বাস্কে সাকিম ৩নং ফার্ম সাইড রোড, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 01/09/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-4973/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী পূর্ণিমা রায়** স্বামী শ্রী সুবোধ রায় পিতা ৺উপেন রায় সাকিম ফার্ম কোয়ার্টার, ফার্ম সাইড রোড, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা সিমলা, 16 নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. 638 খতিয়ানে, সাবেক 1865 তথা হাল এল.আর. 1194 নং দাগে শুনা জমি ষোল আনায় 0.48 একর মধ্যে 0.5000 অংশে 0.024 একর সম্পত্তি, তন্মধ্যে 1 কাঠা 08(আট) ছটাক বা কমবেশী 2.47 শতক সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রীমতী পূর্ণিমা রায় স্বামী শ্রী সুবোধ রায় পিতা ৺উপেন রায় উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),** জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

I, Kalyan Kumar Biswas S/o Late Dwija Ranjan Biswas residing at 254 No Agapur Najrul Sarani, PO+PS: New Barrackpur, word No. 10, Dist North 24 Pgs, Kolkata-700131, West Bengal, hereby declare that in my all documents, my correct name has been written Kalyan Kumar Biswas but in my Passport it has been wrongly recorded as Kalyan Biswas instead of Kalyan Kumar Biswas. So "Kalyan Biswas" s/o Late Dwija Ranjan Biswas and "Kalyan Kumar Biswas" S/o Late Dwija Ranjan Biswas is the same and one identical parson through an affidavit 1st class Judicial Magistrate Barrackpur, dt. On 04.12.2024.

আমমোক্তার নামা

এত দ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১। শ্রী অমরেশ ভট্টাচার্য, পিতা- স্বর্গীয় অজিত কুমার ভট্টাচার্য, সাকিম - ৪/১৫/২ রবিনগর, পোষ্ট -পর্ণশ্রী, থানা- বেহালা, জেলা - দক্ষিন ২৪ পরগণা, কোলকাতা ৭০০০৬০, ২। শ্রী সমরেশ ভট্টাচার্য, পিতা- স্বর্গীয় অজিত কুমার ভট্টাচার্য, ৩। শ্রীমত্যা তপতি ভট্টাচার্য, স্বামী স্বর্গীয় কুমারেশ ভট্টাচার্য, ৪। শ্রী কৌস্তব ভট্টাচার্য, পিতা - স্বর্গীয় কুমারেশ ভট্টাচার্য, ৫। শ্রীমত্যা সোমা ভট্টাচার্য, স্বামী স্নেহাশিষ ভট্টাচার্য, ৬। সুকন্যা ভট্টাচার্য, পিতা- স্বর্গীয় স্নেহাশিষ ভট্টাচার্য সর্ব সাকিম ৪৫/৩ মহেন্দ্র ব্যানার্জী রোড, পোষ্ট পর্ণশ্রী, থানা- বেহালা, জেলা- দক্ষিন ২৪ পরগণা, কোলকাতা ৭০০০৬০, বিগত ইংরেজী ০৭/১২/২০২৪ তারিখে এ. ডি. এস. আর. বাগনান অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত S - 589/24 সিরিয়াল। - 608/2024 নং আমক্তার দলিল মূল্যে আমার মক্কেল শ্রী সনত কুমার ভট্টাচার্য, পিতা - স্বর্গীয় নিত্যলাল ভট্টাচার্য, সাকিম - ওড়ফুলি, পোষ্ট - ওড়ফুলি, থানা- বাগনান, জেলা হাওড়া, পিন ৭১১৩০৩, মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন বর্ণিত তপশিল সম্পত্তি ও উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইংরেজীর ১৫/০৫/ ২০২৪ তারিখে এ. ডি. এস. আর. বাগনান, হাওড়া অফিসে I - 2270/2024 নং দলিল মূল্যে শ্রীমতী মমতা সামন্ত, স্বামী বৃন্দাবন সামন্ত সাকিম - ওড়ফুলি, পোষ্ট - ওড়ফুলি, থানা বাগনান, জেলা হাওড়া, পিন - ৭১১৩০৩ এর অন্তর্গত বাগনান থানার অধীন জে. এল. ২৩ নং চক্রমালা মৌজায় এল. আর. ৩৩৭৭ নং খতিয়ানে আর. এস. ও এল. আর. ৫৫০ নং দাগে শালী ০৬ শতক এবং M/S Devdeva Builders Ltd. (LLP) Director Sushil Kumar Singh সাকিম - ২১ বেনেপুকুরধর, পোষ্ট মাখলা, থানা- উত্তরপাড়া, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২২৪৫, ওড়ফুলি মৌজায় এল. আর. ১৬ নং খতিয়ানে ভুক্ত আর. এস. ও এল. আর. ১২৩ নং দাগে শালী ১ আনায় ৩০ শতকের মধ্যে ০৮ শতক মহাদয়গণকে বিক্রি করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত জমি শ্রীমতী মমতা সামন্ত, স্বামী বৃন্দাবন সামন্ত M/s Devdeva Builders Ltd. (LLP) Director: Sushil Kumar Singh নিজ নামে নাম পতন করিবার জন্য বি. এল. আর. ও. বাগনান ২ অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারো কোনো আইনানুগ অপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার পনেরো দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য করা হইবে।

উকিল বাবু - হিমাদ্রী চক্রবর্তী, সি. এম. এম. কোর্ট, কোলকাতা

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী

মোকাম চন্দননগরের জেলা হুগলীর ডেলিগেট আদালত

রেফারেন্স-এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ২৩/২০২৪

সাবানা পারভিন, স্বামী মৃত মহম্মদ তহিদ সাকিম মার্করাম আলি লেন, পোঃ তেলিনীপাড়া, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী।

...দরখাস্তকারী।

এতদ্বারা জনসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে মৃত মহম্মদ তহিদ পিতা মৃত আব্দুল গফ্ফার, সাং মার্করাম আলি লেন, পোঃ তেলিনীপাড়া, থানা ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলী গত ইংরাজী ০৯/০৪/২০২৩ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার ত্যক্ত আদিত্য ট্যাম্পলিং প্রাইভেট লিমিটেডে শ্যামনগর জুট ফ্যাক্টরি (নর্থ মিল) ভদ্রেশ্বর হুগলী থাকা The Gratuity Amount Rs. 1,58,451.00/-, The Provident Fund Amount Rs. 90,611.00/- Total Rs. 2,49,062 টাকা পাইবার জন্য অত্র দরখাস্তকারী অত্র সাকসেশান মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের মধ্যে এ মোকর্দ্দমায় আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

আদালতের আনুমত্যানুসারে

Rizwan Sahid, উকিলবাবু

সৌমেন ঘোষাল, সেরেস্তাদার- 18/11/2024

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা, আমার মক্কেল ''শ্রীমতী মিতা রানী ভট্টাচার্য'', স্বামী- শ্রী প্রশান্ত ভট্টাচার্য, সাকিম- বালি ঘোষপাড়া বাজার, পোষ্ট- ঘোষপাড়া, থানা- নিশ্চিন্দা, জেলা-হাওড়া নিশ্চিন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাধীন প্রায় **(১ কাঠা ১০ ছটাক ২৭ ব.ফু.)** পরিমাপের একটি বাস্তু প্লট কিনেছিলেন যার দাগ নং ৬৯৯৬, খতিয়ান নং ৮৩২৩, মৌজা- বালি, জে.এল. নং ১৪ একটি বিক্রয় দলিল দ্বারা তাং. ১৭/ ১২/ ২০১২, রেজিষ্ট্রীকৃত এ.ডি.এস.আর. হাওড়া, বুক নং-১, সিডি ভল্যুম নং ১৮, পাতা ১০৩৯৪ থেকে ১০৪১২ পর্যন্ত, যার নং ০৯২৫৩/ ২০১২ বিক্রেতা **''শ্রী রবীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী''** মহাশয়ের কাছ থেকে, গত ২৭.০৪.২০১২ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত এ.ডি.এস.আর.-হাওড়া, বুক নং-৪, সিডি ভল্যুম নং-১, পাতা ৪৮২৭ থেকে ৪৮৩৬ পর্যন্ত, যার নং ০০৪১৬ /২০১২ **১) শ্রী জিতেন বসাক,** পিতা স্বর্গীয় বৈদ্যনাথ বসাক এবং **২) শ্রী সমীর ভান্ডারী,** পিতা স্বর্গীয় হরেন্দ্রনাথ ভান্ডারী, সাকিম- বালি ঘোষপাড়া, থানা নিশ্চিন্দা, জেলা হাওড়া, মহাশয়দের কাছ থেকে আমমোক্তারনামা পেয়েছিলেন। অত্র, উপরোক্ত সম্পত্তি ক্রয় করার পর আমার মক্কেল নিজ নামে নামপত্তন করার জন্য বেলুড় বিএল অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে গত ১১/ ১১/ ২০২৪ তারিখে আবেদন করেছেন যার মিউটেশন কেস নং. (**MN/2024/0503/13212**)।

যদি, আমার মক্কেল **''শ্রীমতী মিতা রানী ভট্টাচার্য''** মহাশয়ার বেলুড় বিএল অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে নামপত্তন করার বিষয়ে কাহারো কোনো আপত্তি থাকে, তাহলে তারা ০১ (এক মাস) মেয়াদের মধ্যে উল্লিখিত অফিসে আপত্তি দাখিল করতে পারেন।

সৌরভ দে, অ্যাডভোকেট, হাওড়া জাজেস' কোর্ট

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটিপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

আমমোক্তানামা পত্র

সুরজিত দাস পিতা বিজয় কুমার দাস ও অনুপ সামন্ত পিতা রবিন সামন্ত সাং দুইল্যা,থানা জগাছা, জেলা হাওড়া । হাওড়া জেলার সাঁকরাইল ব্লকের অর্ন্তগত, জে.এল নং ৩৫, মৌজা দুইল্যা, হাল (এল.আর) খতিয়ান নং ৬৭০৪,৬৭০৫, ৬৭০৬, ৬৭০৮ এর অর্ন্তভুক্ত হাল (এল.আর) ১১২৮ দাগের ৬৬.৪ শতক সম্পত্তি গত ইং ১৯.০১.২০০৯ তারিখে A.D.S.R/D.S.R রানিহাটী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV নং বহির ১ সি.ডি ভল্যুমের ৭৮ নং পাতা হইতে ৮৮ নং পাতায় লিপিবন্ধকৃত আমমোক্তার দলিল বলে মূল মালিক ১) সুচিতা ঘর স্বামী তুষার কান্তি ঘর ২) রনধীর চালকী ৩) শিবানি চালকী ৪) সুনীতা চালকী পিতা/স্বামী স্বর্গীয় জীতেন্দ্রনাথ চালকী ৫) সবিতা ঘোষ স্বামী শ্যামল ঘোষ সকলের সাং দুইল্যা, থানা- জগাছা, জেলা হাওড়া দ্বারা আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন। এমতাবস্তায় নিযুক্ত আমমোক্তার উপরি বর্ণিত ৭০.৩৯ শতক সম্পত্তি PUSHPVATIKA CONSTRUCTION PVT. LTD এর পক্ষে ডাইরেক্টর প্রদীপ কুমার তুলসিয়ান পিতা স্বর্গীয় কৈলাস রাই তুলসিয়ান সাং সি- ৭২ বাঙ্গুর এ্যাভিনিউ, ব্লক সি থানা লেক টাউন, কোলকাতা ৫৫ মহাশয়ের নিকট ২০.০৮.২০১০ তারিখে D.S.R হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির সি.ডি ভল্যুমে ২০ নং পাতা ১৯২৭ হইতে ১৯৫৪ নং পাতায় লিপিবন্ধকৃত ৮৬৩৮ নং দলিল দ্বারা বিক্রয় করিয়াছেন। বর্তমানে B.L & L.R.O সাঁকরাইল অফিসে উক্ত সম্পত্তির মিউটেশনের জন্য আবেদন করা হয়েছে। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সাঁকরাইল B. L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

ABDUL HALIM LASKAR, Advocate
Howrh Judges' Court, Mob. 8240905220

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ ই ডিসেম্বর। ২২ শে অগ্রহায়ণ। রবিবার । সপ্তমী তিথি, জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টোত্তরী রাহু র ও, বিংশোত্তোরী ও রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ, সকাল ৭/৩৩ র পর একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : প্রাপ্তি। বিদ্যা ভাগ্য ভালো। আজ বাধা থাকলেও, নতুন কিছু করার শক্তি পাবেন। বৈবাহিক জীবনে কিছু সমস্যা আসছে, প্রতিবেশীর দ্বারা সমাধান। ঋর কর্ম ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান বৃদ্ধির সুযোগ। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

বৃষ রাশি : মানষিক ভাবে ভাল। সম্পর্কে শুভত্ব আনতে চেষ্টা করতে হবে। পরিবার এর কোন গোপন কথা, সমস্যা তৈরি করতে পারে। এক প্রবীনা সদস্য র ভুল বাক্য দ্বারা হঠাৎ করেই সমস্যা হবে। যারা কম্পিউটার টেকনোলজি বিভাগে কাজ করছেন, তারা সম্মান পাবেন। মন্ত্র গণ গণশায় নমঃ। শুভ রং ঘিয়ে। শুভ দিক উত্তর।

মিথুন রাশি : কিছু শুভ।মানুষ চিনতে ভুল করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির জন্য পরিবারে, ভুল বোঝাবুঝি হবে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করার জন্য আজ ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। বিশ্বাস করে যাকে দায়িত্ব দিয়েছেন, নজর রাখুন সেই দিকে। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক পূর্ব।

কর্কট রাশি : তর্কে জিততে পারবেন না। নৈরাশ্য হতাশা গ্রাস করবে মনটাকে। নতুন বন্ধুত্বের অনুরোধ, কেন উপেক্ষা করছেন? সময় দিন, শুভ হবে। সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা শুরু হতে পারে। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : খুব ভালো যোগাযোগ হবে। সবাই সামনে আপনার কথা মেনে নিয়ে, পিছনে বসে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের করছে। সতর্ক থাকুন। খাদ্যদ্রব্যর ব্যবসায়ীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। মন্ত্র ওম গন গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : পরিবার পরিজন সবাই আজ আপনার সহযোগ করবেন। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। প্রবীন নাগরিক হিসেবে আজ আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে পুরাতন কোন মামলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : এক বান্ধব দ্বারা সুসংবাদ প্রাপ্তি। পরিবার পরিজন দের সাথে মধুর সম্পর্ক। আজ মন খুলে বান্ধব দের সাথে কথা বলতে পারেন। শুধু সন্ধ্যার পর অপরিচিত র ফোন না ধরা ভাল। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজকের দিনটা অতীব শুভ। যারা কস্মেটিক্স ব্যবসা করেন, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি নিশ্চিত। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : দুঃখ প্রাপ্তি। সতর্ক থাকুন। আজ হয়রানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোন সমস্যা তৈরী হবে ব্যাংক লোন নিয়ে। কাগজপত্র গুছিয়ে রাখুন, কিছু প্রমান দিতে হতে পারে। রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীদের সাথে শুভ। মন্ত্র শন শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : বিবাহিত জীবনের জন্য শুভ। আজ ছাত্র ছাত্রীদের জন্য অতীব শুভ। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির ব্যবহারে সমস্যা তৈরী হতে পারে। একটু সতর্ক থাকুন, ছলনা কারী স্বজন কে আজ চিনতে পারবেন। মোটর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কাজে আজ সফলতা। মন্ত্র দূর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : শান্তির বাতাবরন পরিবারে। ফোন কলে আজ লাভ প্রাপ্তি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা শুভ। যারা উচ্চ বিদ্যা তে আছেন, সফলতা অর্জন করতে পারবেন। বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনে শুভ। লৌহ আকরিক ব্যবসা তে ধন প্রাপ্তি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : ধার্মিক আধ্যাত্মিক মন যুক্ত দিন। আপ্যায়ন ভাল, তবে আজ দুই পরিচিত মানুষ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে হবে। সবাই আপনার মতো সরলতায় পূর্ন নয়। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : প্রতিবাদ না করাটা ভাল। আজ সত্য উদঘাটন হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে কষ্ট। মনের মানুষ কে ভুল বুঝে কষ্ট পাবেন। আর্থিক স্থিতি শুভ। প্রেমিক যুগল, বয়স্কদের সাহায্যে নিয়ে এগিয়ে যাও, শুভ হবে। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(শহীদ বাদল গুপ্ত র ফাঁসী ১৯৩০..রাজা গোপালাচারী র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। বিপ্লবী বাঘা যতীন, যতীন মুখার্জী র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। শ্রী শ্রী সূর্য পুজো।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চাষিদের ধান বিক্রির টাকা নয়ছয় আটকাতে বিশেষ সতর্কতা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ট্যাব জালিয়াতি থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্য সরকার কৃষকদের ধান বিক্রির টাকা নয়ছয় আটকাতে বিশেষ সতর্কতা নিচ্ছে। ওই টাকা যে পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি কৃষকদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছয়, তার নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে খাদ্য দপ্তর নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ এই মর্মে রিপোর্ট তলব করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ধান কেনার ক্ষেত্রে সবরকমের সুরক্ষা ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই রয়েছে। তবুও বাড়তি সতর্কতা হিসাবে গোটা প্রক্রিয়া আরও একবার পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

মন্ত্রীর কথায়, 'আমাদের এই ডিবিটি পদ্ধতি একেবারে সুরক্ষিত। চাষিরা এ নিয়ে নিশ্চিন্তে থাকুন। তবু আগাম সতর্কতা হিসাবে আমরা নিজে থেকেই নিজেদের এই প্রক্রিয়া কতটা সুরিক্ষত তা দেখে নিতে চাইছি।' দপ্তরের দাবি, এই পদ্ধতি একেবারে সুরক্ষিত। তার জন্য বিশেষ সুরক্ষা বলয় ইতিমধ্যে রয়েছে। ফলে সেই ব্যবস্থায় কোনও ফাঁক নেই বলে জানিয়েছে দপ্তর।

উল্লেখ্য, বর্তমানে নিবন্ধীকৃত চাষির সংখ্যা ১৭ লক্ষ ৭৮ হাজার ৪২৯ জন। সহায়ক মূল্য হিসাবে তাঁরা খাদ্য দপ্তরের কাছে কুইন্টাল প্রতি পান ২৩০০ টাকা। সরাসরি ক্রয়কেন্দ্রে চাষিরা তা বিক্রি করলে আরও বাড়তি ২০ টাকা করে পান। ধান কেনার লক্ষ্য মাত্রা বর্তমানে ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন, ইতিমধ্যে ৫১ লক্ষ কেনা হয়ে গিয়েছে। চলতি মরশুমে খাদ্য দপ্তর এখনও পর্যন্ত চাষিদের থেকে কিনেছে ৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৫৮১ মেট্রিক টন ধান। দপ্তরের দাবি, প্রত্যেক চাষির কাছে ধান বিক্রির টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌঁছয়। এত চাষির থেকে ধান কেনার হিসাব একটি নির্দিষ্ট পোর্টালে তুলে দেওয়া হয়। তাঁদের কাছে পাঠানো টাকার হিসাবও সেই পোর্টালে নথিবদ্ধ হয়ে যায়। তবে এবার তা কতটা সুরক্ষিত, এই পরীক্ষায় হচ্ছে এর মাধ্যমে।

শনিবার মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডি (চিংড়িঘাটা) গৌর কিশোর ঘোষ থেকে আইটি সেন্টার (সল্টলেক সেক্টর ফাইভ) পর্যন্ত অরেঞ্জ লাইনে ট্রলি পরিদর্শন করেন। রেড্ডি, মেট্রো রেলওয়ে এবং রেল বিকাশ নিগম লিমিটেড এসআরভিএনএলভি-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই লাইনের কাজ পরিদর্শন করেন। একই সঙ্গে নলবন মেট্রো স্টেশনের অগ্রগতি পরিদর্শন করেন তিনি।

দেব ও যীশুর নতুন ছবির প্রচারে বিশৃঙ্খলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আগামী ২০ ডিসেম্বর মুক্তি পেতে চলেছে দেব ও যীশুর বাংলা ছবি 'খাদান'। ছবির বেশ কিছু মুহূর্ত শুটিং হয়েছে দুর্গাপুরে ও বুদবুদের রণডিহা ড্যামে। শুক্রবার দেব ও যীশুর নতুন ছবি খাদানের প্রচারে হল বর্ধমানে টাউন হলের মাঠে। দেব ও যীশুকে সন্ধ্যায় বর্ধমানের টাউনহলের মাঠে খাদান ছবির প্রচারে মঞ্চে ছিলেন দেব, যীশু-সহ গোটা টিম। দেব, যীশু মঞ্চে উঠতেই শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। স্টেজের সামনে বাঁশের ব্যারিকেড ভেঙে যায় দর্শকদের ধাক্কায়। পুলিশ কর্মীরা বহু চেষ্টা করেও আটকাতে পারেনি মানুষের উৎশৃঙ্খলা।

দেখতে এদিন আগে থেকেই ভিড় জমিয়েছেন এলাকার মানুষ। এদিন বর্ধমান শহরবাসীর ভিড় সামলাতে রীতিমত হিমশিম খেতে হয় পুলিশকে। খাদানের প্রচারে বর্ধমানে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলার সৃস্টি হয়। শুক্রবার অনেকেই তখন ব্যারিকেড টপকে মঞ্চের সামনে চলে যায়। পুলিশ কর্মীরা কার্যত তখন নিরুপায়। শেষে পুলিশ রীতিমত বিশৃঙ্খল ও উন্মত্ত দর্শকের বাগে আনতে লাঠি উঁচিয়ে যায়।

আবাস যোজনায় অর্থ প্রদানে কড়াকড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবাস যোজনা প্রকল্পে উপভোক্তাদের বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়ার আগে পরিচয়-সহ অন্যান্য নথি আরেক দফা খতিয়ে দেখা হবে। এজন্য রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েতে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে নথি দফায় দফায় খতিয়ে দেখার পর উপভোক্তাদের নামের তালিকা তৈরি করেছে প্রশাসন। এজন্য শুধু বিশেষ পোর্টাল খোলাই নয়, কী কী নিয়ম অনুসরণ করতে হবে ইতিমধ্যে তার তালিকা প্রতিটি বিডিও অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, এবার সেই তালিকা হাতেকলমে খতিয়ে দেখতে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে টাকা বিলের আগে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। ওই শিবিরে গিয়ে সংশ্লিষ্ট উপভোক্তা নিজের নাম, ব্যাঙ্কের সমস্ত তথ্য যাচাই করে সম্মতি দেওয়ার পর পোর্টালে উপভোক্তা নামের সঙ্গে তার আধার নম্বরের সংযুক্তিকরণ করা হবে। উপভোক্তার পরিচয় নিশ্চিত করতে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা রাখা হবে। এই ছাড়াও যে মোবাইল নম্বরের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তিকরণ করা রয়েছে, সেই মোবাইল নম্বরে ওটিপির মাধ্যমেও পরিচয় যাচাই করা হবে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরেই আবাসের চূড়ান্ত নামের তালিকায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম তোলা হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এরপর সরাসরি পোর্টাল থেকেই এসএমএস করে উপভোক্তাদের নির্বাচিত হওয়ার কথা জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, ১৫ই ডিসেম্বরের পর থেকে আবাসের টাকা বিলি করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ঘোষণা করেছেন।

ফটো সাংবাদিকদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় স্বীকৃত ফটো সাংবাদিকদের ভোটের অধিকার-সহ সাধারণ সদস্যপদ প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদনের উপর কলকাতা প্রেস ক্লাবে একটি ভোটাভুটির আয়োজন করা হয়। শনিবার তার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ১৮৬ জন। প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেওয়া দিয়েছেন ১৮১ জন। তাই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

'জল চোর' ধরতে এলাকা পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জলের অপচয় রুখতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার হুগলির কোদালিয়ায় 'জল চোর' ধরতে নিজেই বেরিয়ে ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক অসিত মজুমদার। পিএইচই-র পানীয় জল বেআইনিভাবে ব্যবহার হচ্ছে বহু জায়গায়। হাতেনাতে ধরে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বিধায়ক। অভিযোগ পেয়ে এ দিন কোদালিয়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের নলডাঙা নারায়ণপুর এলাকায় জনসংযোগে বেরিয়ে ছিলেন বিধায়ক। সেখানে গিয়েই লক্ষ্য করেন, এক গৃহস্থের বাড়িতে পিএইচই-র পানীয় জল দিয়ে মাছ চাষ হচ্ছে। বিষয়টি দেখার পরেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিধায়ক। ওই বাড়ির মালিক পিন্টু রায়কে ডেকে বিধায়ক বলেন, 'দু'দিনের মধ্যে লাইন কাটিয়ে দিন। না হলে এফআইআর হবে। গ্রেপ্তার হয়ে যাবেন।' অভিযুক্ত পিন্টুর দাবি, 'অনেকেই করছে তাই করছি। পিএইচই-র জল অনেকেই বিভিন্ন ভাবে কাজে লাগাচ্ছে দেখেছি। তাই আমিও করেছি।'

দেবীপুর স্টেশনে অমানবিক ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেমারি: ট্রেন থেকে পড়ে ছটফট করলেন রেলেরই কর্মী। সাহায্যে করতে এলেন না রেল কর্মীরা থেকে সাধারণ মানুষ। অমানবিক দৃশ্য দেখা গেল দেবীপুর স্টেশনে। শুক্রবার সন্ধ্যায় এক ব্যক্তি দেবীপুর রেল স্টেশনে ট্রেনে উঠতে গিয়ে রেল লাইনে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা তাঁকে রেললাইন থেকে উদ্ধার করে স্টেশনে নিয়ে আসে এবং দেখা যায় তার বাঁ হাতটি খোয়া গেছে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকেন ওই ব্যক্তি। তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষদর্শীরা স্টেশন মাস্টারকে খবর দেয়। কিন্তু কোনও রেল কর্মীকে সেই সময় পাওয়া যায়নি। প্রায় এক ঘণ্টা স্টেশনের উপর ছটফট করতে থাকে ওই আহত ব্যক্তি। এরপর ওই আহত ব্যক্তির মোবাইল ফোন থেকে এলাকার মানুষরা তার বাড়িতে খবর দেয়।

জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তির বাড়ি পোলবা থানা এলাকায়। আরও গিয়েছে আহত ব্যক্তি রেলেই কর্মরত ছিলেন এবং ডিউটি সেরে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। রেলের এই অমানবিকতার বিষয়ে ক্ষুব্ধ রেলের যাত্রীরা। খবর পেয়ে, ঘন্টাখানেকের মধ্যে বাড়ির সদস্যরা স্টেশনে হাজির হয়। তখনও পর্যন্ত রেল আধিকারিকদের দেখা যায়নি বলে অভিযোগ।

ভাঙা রাস্তা, বিধায়ককে দেখে মেজাজ হারালেন মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়া পুরসভা এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডে গিয়েছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক তৃণমূলের অসিত মজুমদার। যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল, তেমনটা সচরাচর বড় একটা হয় না। স্থানীয়দের অনেকে যখন বিধায়ককে একটার পর একটা অভিযোগ জানিয়ে যাচ্ছেন। অসিতবাবুও সে সব শুনে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, ঠিক এমন সময়ে ওই তল্লাটের বাসিন্দা এক মহিলা সে টুকু যথেষ্ট নয় বলে মনে করে আচমকাই বিধায়কের হাত ধরে টানতে টানতে বেশ কিছুটা দূরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে একটি পুকুরের ধারে পাড়ার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ভাঙাচোরা অবস্থা চাক্ষুষ করালেন। এর আগে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা খোদ পঞ্চায়েত প্রধানকে পঞ্চায়েত অফিসে তালাবন্দি করে বিক্ষোভ দেখান। ওই তল্লাটে গিয়ে জনরোষের মুখে পড়েন জয়েন্ট বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির কর্তারা। এবছর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বর্ধমান-২ নম্বর ব্লকের মেমারি এলাকার নবস্থা-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আউশা ও বেগুট গ্রামের রাস্তা ডুবে ছিল হাঁটুজলে। বৃষ্টির মধ্যে ছাতা ছাড়াই প্রশাসনের কর্তাদের জলে ডোবা ওই রাস্তায় হাঁটতে বাধ্য করেছিলেন গ্রামবাসীরা। প্রশাসনের কর্তারা মুচলেকা দিয়ে জানিয়েছিলেন, পর দিন থেকেই শুরু হবে রাস্তার কাজ। সেই মতো কাজ শুরুও হয়েছিল। চুঁচুড়া পুর এলাকার ২ নম্বর ওয়ার্ডের পদ্মাপার্ক তল্লাটে পুকুরের পাড় ধসে গিয়ে রাস্তা ভাঙা, নর্দমার সংস্কার না,হওয়ায় পাড়া জুড়ে নোংরা জল জমে থাকা, বাড়ির চারপাশে যত্রতত্র পড়ে থাকা আবর্জনা, জঞ্জালের কারণে স্থানীয়দের যন্ত্রণা নিত্যদিনের। বিধায়ক অসিত মজুমদার সেখানে জনসংযোগ কর্মসূচিতে আসছেন শুনে এলাকার মানুষ একজোট হয়ে ক্ষোভ দেখানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। তাঁদের বেশির ভাগই মহিলা। পদ্মাপার্কে এসে বিধায়ক তাঁদের মুখোমুখি হতেই বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, 'কী অপরাধ করেছি আমরা? আমাদের এখানে কোনও কাজ হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের এখানে নিকাশি ব্যবস্থা, ড্রেন কিছুই হয়নি। রাস্তাঘাট ভেঙে পড়েছে। গোটা পাড়ার মানুষ আপনাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। কাউন্সিলার পর্যন্ত এলাকায় আসেন না। আমাদের অভিযোগ শোনার কেউ নেই।' এ সব অভিযোগ হাসিমুখে সামাল দিচ্ছিলেন বিধায়ক। কিন্তু কাকলি গুপ্তা নামে এলাকার এক মহিলা এসব কথাবার্তার মধ্যে না গিয়ে আচমকাই বিধায়কের হাত ধরে টানতে টানতে তাঁকে নিয়ে যেতে থাকেন। প্রথমটায় হকচকিয়ে যান বিধায়ক ও তাঁর সঙ্গীরা। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বিধায়কের সঙ্গে থাকা তৃণমূলের মহিলাকর্মীরা বুঝিয়ে সুজিয়ে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন কাকলিকে। কিন্তু ওই মহিলা সে সবে কর্ণপাত করেননি। বিধায়ককে পুকুরের ধারে নিয়ে গিয়ে ভাঙা রাস্তা দেখিয়ে তবেই ছাড়েন তিনি। বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'পদ্মাপার্কে আগে কোনও রাস্তা ছিল? আমি জিতে আসার পর রাস্তা করেছি। এই সমস্যার সমাধানও আমি করব।' তিনি আরও জানান, দলীয় কাউন্সিলার ওয়ার্ডে আসেন না বলে যে অভিযোগ উঠেছে, দল সেটা খতিয়ে দেখবে। যদিও ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রঞ্জন রাহা বলছেন, 'আমি পদ্মাপার্কে বিধায়কের সঙ্গেই ছিলাম। আমি নিয়মিত ওয়ার্ডে যাই। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আদৌ ঠিক নয়।' উল্লেখ্য, এ বছর লোকসভা ভোটে হুগলি লোকসভা কেন্দ্র থেকে জিতে তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ হলেও চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তিনি ৮ হাজারেরও বেশি ভোটে পিছিয়ে ছিলেন। ২ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল পিছিয়ে ছিল প্রায় ৮৫০ ভোটে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ২২ অগ্রহায়ণ, রবিবার

অবশেষে স্থায়ী উপাচার্য পেল ৬ বিশ্ববিদ্যালয়

দীর্ঘ আইনি জটিলতা কাটিয়ে, সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী উপাচার্য পেল এই ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত নামেই সায় দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের ছয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্যের নামের তালিকা প্রকাশ্যে এসেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদন অবশেষে স্থায়ী উপাচার্য পেল রাজ্যের ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়। এই ছয় বিশ্ববিদ্যালয় হল প্রেসিডেন্সি, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, সিধু-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রানি রাসমণি বিশ্ববিদ্যালয়। দীর্ঘ আইনি জটিলতা কাটিয়ে, সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত স্থায়ী উপাচার্য পেল এই ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত নামেই সায় দিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের ছয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্যের নামের তালিকা প্রকাশ্যে এসেছে।

রাজভবন সূত্রে খবর, ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রাজ্যপাল ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থায়ী উপাচার্যদের নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। প্রথম পর্যায়ে প্রেসিডেন্সি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, কল্যাণী, সিধু-কানহো-বিরসা এবং রানি রাসমণি গ্রিন বিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্যের নাম প্রকাশ্যে এসেছে। প্রেসিডেন্সির উপাচার্য করা হয়েছে নির্মাল্যনারায়ণ চক্রবর্তীকে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে শঙ্করকুমার নাথ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপকুমার বর্মণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে কল্লোল পাল, সিধু-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ে পবিত্রকুমার চক্রবর্তী এবং রানি রাসমণি গ্রিন বিদ্যালয়ের উপাচার্য করা হয়েছে অমিয়কুমার পণ্ডাকে। স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের জট কাটার পরই রাজ্যপালের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। নতুন উপাচার্যদের শুভেচ্ছাও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের ৩৬টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে নবান্ন এবং রাজভবনের সংঘাত চরমে উঠেছিল। বেশ কিছুদিন ধরে থমকে ছিল রাজ্যের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ। এদিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থায়ীভাবে উপাচার্য নিয়োগ করেছেন আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এ নিয়ে সরব হন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এক সংঘাতের আবহও তৈরি হয় রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের। প্রথমে হাইকোর্ট ও পরে এবিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়। শীর্ষ আদালতের নির্দেশেই গঠিত হয় সার্চ কমিটি। অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষার পর স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। উপাচার্য নিয়োগের জন্য প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গড়া হয়েছে। সেখানে রয়েছেন ইউজিসি, রাজ্যপাল এবং রাজ্য উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের একজন করে প্রতিনিধি।

হিন্দু নিপীড়নের ঘটনায় গর্জে উঠলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: হিন্দু নিপীড়নের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তীব্র নিন্দা করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি লেখেন, 'ক্ষমার অযোগ্য কাজ। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে হবে। অপরাধীদের অবিলম্বে বিচারের আওতায় আনতে হবে।' প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে কোথাও হিন্দু মহিলাকে পিটিয়ে খুন করার ঘটনার খবর আসছে। কোথাও চলছে মন্দিরে মন্দিরে তাণ্ডব। কোথাও জারি হয়েছে মহিলাদের বাজারে না যাওয়ার ফতোয়া। কোথাও আবার হিন্দু চিকিৎসককে মারধরের ঘটনাও ঘটেছে। এই হিংস্রতার থেকে রেহাই পায়নি ওষুধের দোকানও। এদিকে আবার সম্প্রতি হিন্দু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বৈঠক করে সকলকে সমান অধিকার দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন ইউনূস।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে অশান্তির ঘটনায় প্রথম থেকেই সরব হয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। শুধু তাই নয়, সদ্য ভারত-বাংলাদেশ পেট্রাপোল সীমান্তে পৌঁছে হিন্দুদের একজোট হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতার সেই বার্তার পর সেদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা মনে বল পাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন কেউ-কেউ। তবে বেলাগাম হিংসা, অশান্তি বন্ধের কোনও নামমাত্র নেই তা প্রতিদিন হিংসা-অশান্তির ঘটনা থেকেই প্রমাণ। এবার শুভেন্দুর পাশাপাশি সরব হতে দেখা গেল সুকান্তকেও।

আলিপুর গেস্ট হাউস থেকে মহিলা ব্যাঙ্ককর্মীর দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: খাস কলকাতায় মহিলার রহস্য মৃত্যু। রাতভর নিখোঁজ থাকার পর আলিপুরের গেস্ট হাউস থেকে মহিলা ব্যাঙ্ককর্মীর দেহ উদ্ধার। নিহত বছর আটত্রিশের সুমনা মণ্ডল কসবা থানা এলাকার বাসিন্দা। চেতলা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তে নেমে পুলিশের প্রাথমিক ধারনা, আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। তবে কোনও স্যুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কর্মী তিনি।

সুমনাদেবী পরিবার সূত্রে খবর, গত শুক্রবার থেকে নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। রাতে বাড়ি না ফেরায় পরিবারের লোকজন দুশ্চিন্তা শুরু করেন। খোঁজাখুঁজিও হয় সর্বত্র। তবে তা সত্ত্বেও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। কসবা থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়। তার ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দুঃসংবাদ পান সুমনার পরিবারের লোকজন।পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার চেতলা থানা এলাকার ৪২ সি, রাজা সন্তোষ রোডে আলিপুর গেস্ট হাউসে ঘর ভাড়া নেন। ৩০১ নম্বর ঘরে ছিলেন তিনি।

ঘর থেকে একবারও বেরতে দেখা যায়নি তাঁকে। শনিবার সকালেও তাঁকে বেরতে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন গেস্ট হাউসের কর্মীরা। ডাকাডাকি শুরু হয়। তবে দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকিতেও সাড়া না পেয়ে ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখেন ওই ঘরেই অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন সুমনা। চেতলা থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। গেস্ট হাউস কর্মীরা ওই ঘরে আর কাউকে ঢুকতে বা বেরতে দেখেননি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আত্মহত্যা করেছেন সুমনা। কী কারণে আত্মঘাতী হয়েছেন তা এখনও স্পষ্ট নয়।পুলিশ সূত্রে খবর, গেস্ট হাউসের ঘর থেকে কোনও স্যুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

চালকের কাছে রাখতে হবে অ্যাপ, গাইডলাইন প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রী তোলার নাম করে দীর্ঘক্ষণ স্টপেজে বাস দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে না। এক মিনিটের বেশি দাঁড়ালে সেই বাসকে জরিমানা করা হবে।পরিষেবা সংক্রান্ত কোনও অসুবিধা হলে যাত্রীদের অভিযোগ জানানোর জন্য প্রত্যেক বাসে রাখতে হবে রেজিস্টার্ড কমপ্লেন বক্সও। কলকাতার রাস্তায় দুর্ঘটনা রোধে যাত্রীবাহী বাসের জন্য এমনই গাইডলাইন প্রকাশ রাজ্য সরকারের।

রাস্তার বাঁদিক থেকে যাত্রী তুলতে হবে বাসকে। প্রত্যেক চালককে মোবাইলে রাজ্যের তৈরি একটি অ্যাপ রাখতে হবে। বাস নিয়ে বেরোনোর সময় ওই অ্যাপে ঢুকে কিউআর কোড স্ক্যান করে গাড়ি চালু করতে হবে। সেই রিপোর্ট তৎক্ষণাৎ প্রশাসন জেনে যাবে। এরপর ওই বাসের গতি ট্র্যাক করতে পারা যাবে। ওভারস্পিড হলেই সেই অ্যালার্ট পৌঁছে যাবে প্রশাসনের কাছে। এ ক্ষেত্রে যদি কোনও বাস চালক নিয়ম অমান্য করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবে। এই বিষয়ে পরিবহণ দপ্তরের কর্তারা জানান, নতুন নিয়ম চালু হলে বেপরোয়া বাস-মিনিবাসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সহজ হবে। এছাড়া গাড়িতে রাখতে হবে ফার্স্ট এড বক্স। দুর্ঘটনা ঘটলে সে ক্ষেত্রেও চালক এবং কন্ডাক্টরদের কী করণীয় তা বিশদে গাইডলাইনে লেখা রয়েছে। বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পথ নিরাপত্তা বাড়াতে মানুষকে সচেতন করতে আমরা একাধিক ক্যাম্প করছি। সরকারের পাশে এ বিষয়ে আমরা সব সময় আছি।' একই কথা বাস-মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপনারায়ণ বসুরও। তিনিও জানান, যতটা সম্ভব চালক এবং কন্ডাক্টরদের প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা করা হবে। বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো বন্ধ হওয়া উচিত।

'গ্রেড ওয়ান হেরিটেজ' তকমা পেল বেহালার শিব মন্দির

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা শহরের অলি-গলিতে ছড়িয়ে অসংখ্য মন্দির। এবার কলকাতারই এক ঐতিহাসিক মন্দিরকে হেরিটেজ তকমা দিল কলকাতা পুরসভা।

কলকাতা পুরসভার হেরিটেজ বা ঐতিহ্যবাহী ভবনের তালিকায় স্থান পেল বেহালা আর্য সমিতি রোডের শিব মন্দির। শুধু তাই নয়, এই মন্দিরকে 'গ্রেড ওয়ান হেরিটেজ' হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে পুরসভার তরফ থেকে। স্বীকৃতি হিসাবে মন্দিরের গায়ে নীল ফলক ইতিমধ্যেই লাগানো হয়েছে। এই তকমা পাওয়ায় খুশির হাওয়া এলাকাবাসী ও মন্দির পরিচালন সমিতির সদস্যদের মধ্যে। এদিকে মন্দির কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিবলিঙ্গটি প্রায় ২৫০ বছর পুরনো। মোহিতমোহন হালদার ও ক্ষেত্রপদ হালদারের পরিবার উত্তরাধিকার সূত্রে মন্দিরের দেখাশোনা করছেন। এক সময়ে এই মন্দিরে পুজো করতেন অভিনেতা তথা চণ্ডীপুরের তৃণমূল বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর ঠাকুরদা সুশীল চক্রবর্তী। উত্তরসূরি অলোক হালদারের সুপারিশে মন্দিরের দায়িত্ব দেওয়া হয় স্থানীয় ক্লাব বেহালা দেবদারু ফটককে। বর্তমানে হালদার পরিবারের অরূপ হালদার ও অরিজিৎ হালদারের সঙ্গে যৌথভাবে মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ করে এই ক্লাব। ১২ ডিসেম্বর বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। চলতি বছর সেই অনুষ্ঠানের আগে এই সম্মানে খুশি কর্তৃপক্ষ। শুধু বার্ষিক উৎসব নয়, মহা-সমারোহে পালন করা হয় শিবরাত্রি ও নীলপুজোও। উপচে পড়ে ভক্তদের ভিড়। এই মন্দিরের লাগোয়া মাঠেই ধুমধাম করে বারোয়ারি দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। সাধারণত নীল ফলকের সাহায্যে ভবনের গুরুত্ব এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝানো হয়। অনেক আগেই ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলোর ইতিহাস ও তাৎপর্য সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য পুরসভা এই উদ্যোগ নিয়েছে। এই তালিকায় নবতম সংযোজন বেহালার এই শিব মন্দির।

বঙ্গীয় হিন্দু রক্ষা সমিতির ধিক্কার মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশে সনাতনীদের ওপর লাগাতার অত্যাচার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিবাদে বঙ্গীয় হিন্দু রক্ষা সমিতি ব্যারাকপুর নগর শাখার তরফে শনিবার ধিক্কার মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এদিন বিকেলে ব্যারাকপুর ওয়ারলেস পাড়া থেকে শুরু হয়ে ব্যারাকপুর বারাসাত রোড ধরে মসজিদ মোড় হয়ে সেন্ট্রাল রোড দিয়ে আনন্দপুরী স্টেট ব্যাঙ্ক মোড়ে সেই মিছিল শেষ হয়। উক্ত মিছিল থেকে বাংলাদেশের ইউনূস সরকারের আপসারণের দাবি করা হয়।

শিক্ষিকার মৃত্যু, দোষীদের শাস্তির দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ফেসবুক লাইভ করে গত ৫ ডিসেম্বর সন্ধেয় আত্মঘাতী হয়েছেন এক শিক্ষিকা। মৃতার নাম জসবীর কৌর (৫৮)। তাঁর বাড়ি দক্ষিণেশ্বর থানার বরানগর মাতৃমন্দির লেনে। তিনি ডানলপ ব্রিজ সংলগ্ন একটি বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। বহু বছর ধরে উনি ওই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। সম্প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক বেনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। জানা গিয়েছে, গত ৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দুপুরে ফেসবুক লাইভ করে স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মানসিক নির্যাতনের তিনি অভিযোগ তোলেন। আর ওইদিন সন্ধেয় নিজের বাড়ি থেকে শিক্ষিকার ঝুলন্ত দেহ পুলিশ উদ্ধার করে। মৃতার পরিবারের তরফে দক্ষিণেশ্বর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি বলে অভিযোগ। ঘটনায় দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে শনিবার দীর্ঘক্ষণ ব্যস্ততম বিটি রোডের ডানলপ মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় মৃতার আত্মীয়-পরিজন ও প্রতিবেশীরা।যদিও পুলিশি আশ্বাসে তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। মৃতার মামাতো ভাই বলেন, দিদি ফেসবুক লাইভ করে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আত্মঘাতী হয়েছেন। দিদি ২৩ বছর ধরে ওই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, স্কুলে দিদিকে নিয়মিত মানসিক নির্যাতন করা হত। ওই স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সীমা দাশগুপ্তের দাবি, 'থ্রেট কালচারে'র শিকার হয়ে ওঁর মৃত্যু হয়েছে।

কেআইএফএফ-এর শ্রদ্ধাঞ্জলি পরিচালক উৎপলেন্দুকে

শুভাশিস বিশ্বাস

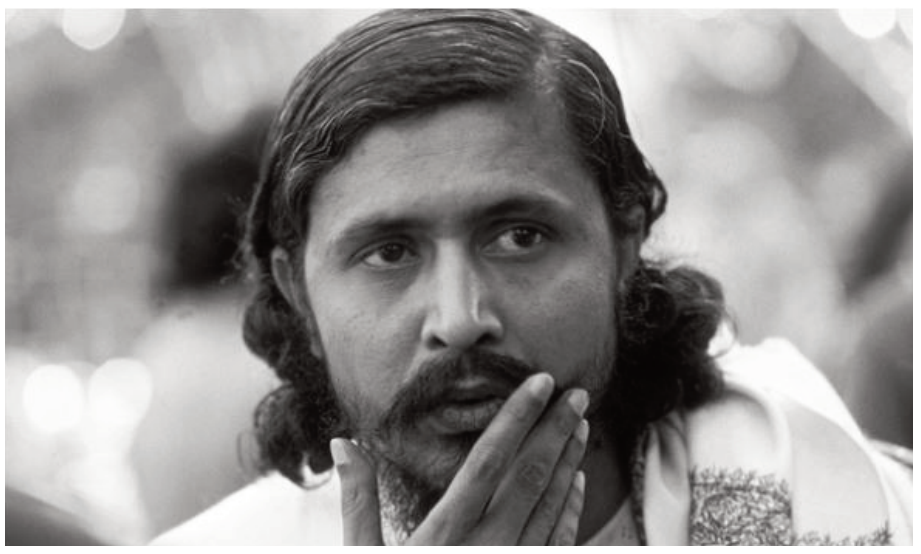

উত্তমকুমারের অকাল প্রয়াণের পরে এক জোরালো ধাক্কা লাগে বাংলার মূলধারার সিনেমায়। তারই জেরে বিংশ শতাধীর আটের দশকের শেষ থেকেই বাংলা ছবির বাজারে সমান্তরাল ধারার ছবির প্রযোজক পাওয়ার সমস্যা বাড়ছিল।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষেও ভর্তুকি দিয়ে ছবি করার প্রযোজনা ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রেও উৎসাহ তেমনভাবে দেখা যাচ্ছিল না। শুধু তাই নয়, কম টাকায় আবেগপূর্ণ পারিবারিক ছবি ভালো ব্যবসা করায় এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আঙ্গিনায় বাংলা ছবির সাফল্য প্রার্থিত উচ্চতায় না আসার ফলে প্রযোজকের সংখ্যাও কমছিল। এর পাশাপাশি ছিল মিডিয়ার তৈরি আর্ট ফিল্ম বনাম কমার্শিয়াল ফিল্ম-এর দ্বন্দ্ব। যাতে বাংলা ছবির ছোট বাজার দ্বিধা বিভক্ত হয়। এই সময় থেকেই উঠে আসতে শুরু করেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন, নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় এবং উৎপলেন্দুর মতো পরিচালকেরা। নজর কাড়েন প্রভাত রায়, বীরেশ চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন চৌধুরী, সুজিত গুহ ,স্বপন সাহাও। এমনই এক উদ্বেল আবহে উৎপলেন্দুর প্রথম ছবি 'ময়নাতদন্ত' বন্ডেড লেবারদের সমস্যার কথা যেমন তুলে ধরে, তেমনই অন্যদিকে স্মিতা পাতিল অভিনীত 'দেবশিশু' তুলে ধরে ছড়িয়ে থাকা নানা সামাজিক কুসংস্কারগুলোকে। তবে রাজনীতি সচেতন চলচ্চিত্র পরিচালক বলতে যা বোঝায় উৎপলেন্দু চক্রবর্তী ছিলেন ঠিক তেমনই। কারণ, তিনি মনে করতেন, পলিটিক্স মাইনাস করলে ফিল্ম হয় না। আপডেট থাকতে হয়। চোখ, কান বন্ধ রেখে ছবি করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, আশির দশকে 'ময়নাতদন্ত', 'চোখ', 'দেবশিশু'র মতো একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হন পরিচালক উৎপলেন্দু। ১৯৮২ সালে 'চোখ' ছবিটি 'সেরা ছবি'র সম্মান জিতে নেয়। 'চোখ' ছবিটির পোস্টার এঁকে দিয়েছিলেন স্বয়ং সত্যজিৎ রায়। 'চোখ' কাস্ট স্ট্রাগলকে মাথায় রেখে তৈরি। এই ছবির প্রধান স্তম্ভ অবশ্যই প্রতিবাদী শ্রমিক নেতার চরিত্রে ওমপুরী এবং একজন শিল্পপতির চরিত্রে কলকাতার নাট্যজগতের গর্ব শ্যামানন্দ জালানের অসামান্য অভিনয়। কিন্তু মালিকের সঙ্গে হাত মেলানো উঁচুতলার শ্রমিক নেতাদের মুখোশ খুলে দেন উৎপলেন্দু, যখন ওম পুরী অভিনীত যদুনাথ এক বৈঠকে ঢুকে পড়ে বাইরে থেকে আসা পদস্থ শ্রমিক নেতাকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, 'মিউচুয়াল হো গিয়া না?' এই ছবির আরও একটা দৃশ্য মনে গেঁথে যায়, যখন দেখা যায় মালিকের পাঠানো ভাড়াটে খুনি খুন করে লাশের গায়ে হাতে লেখা লাল অক্ষরের পোস্টার ফেলে যায়, 'কমরেড যদুনাথের নেতৃত্বে শ্রেণি শত্রু খতম চলছে, চলবে!' এই ছবিতে পরিচালক কোনও ইচ্ছাপূরণের গল্প লেখেননি বলেই বাঙালি তাঁর সততা ও ইতিহাস চেতনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

তবে ১৯৭৬-এ উৎপলেন্দু নজর কাড়েন তাঁর প্রথম তথ্যচিত্রে, 'মুক্তি চাই'। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে এই তথ্যচিত্রটি তৈরি। যেখানে তুলে ধরা হয়, রাজনৈতিক কারণে বিনা বিচারে থাকা কারাবন্দিদের কথা। এরপর উৎপলেন্দুর প্রথম ছবি 'ময়নাতদন্ত' (১৯৮০)। ওঁর নিজেরই লেখা গল্প নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখতেই হয়, পরে একটা গল্পসংগ্রহও বের হয়েছিল উৎপলেন্দুর। তবে স্বনামে না, ছদ্মনামে। সেই ছদ্মনাম, স্বর্ণ মিত্র। 'ময়নাতদন্ত'(১৯৮০) ছবিতে একটি গানের নেপথ্য গায়কও ছিলেন তিনি। এরপর ১৯৮৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'দেবশিশু' ছবিতে যেভাবে গ্রামীণ ভারতবর্ষে প্রচলিত অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার নির্ভরতার উৎস হিসাবে সীমাহীন দারিদ্র্য ও অশিক্ষাকে চিহ্নিত করেছিলেন উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, তা আজও সমাজ সচেতন চলচ্চিত্র পরিচালকদের কাছে এক উদাহরণ। ওম পুরী ও স্মিতা পাতিলের দুর্দান্ত অভিনয়ের তুলনায় এতটুক বেমানান ছিলেন না তখনও পর্যন্ত তেমন পরিচিতি না পাওয়া সাধু মেহের। এক দরিদ্র গ্রাম্য দম্পতির শারীরিক প্রতিবন্ধী পুত্রকে দৈব ক্ষমতাসম্পন্ন সাজিয়ে ব্যবসা করার আয়োজনকে যেমন বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপনা করেছিলেন উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, ঠিক তেমনই তুলে ধরেছেন গ্রাম্য দম্পতির টিকে থাকার লড়াইয়ের মধ্যে বুজরুকির কারবারে যুক্ত থেকে চটজলদি রোজগারের প্রলোভনের ফলে তৈরি হওয়া এক মানসিক টানাপোড়েনের ঘটনাও। বর্তমান প্রেক্ষিতেও ছবিটি বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনার নিরিখে প্রবল ভাবেই প্রাসঙ্গিক। বিশেষত সাধু মেহের অভিনীত রঘুবীর চরিত্রের সংলাপ। উৎপলেন্দুর পরিচালিত শেষ উল্লেখযোগ্য কাহিনীচিত্র 'প্রসব' ফের প্রমাণ করে উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর নিজস্ব বিচরণভূমি হল রাজনৈতিক ছবি। সঙ্গীতে বিশেষ দখল ছিল উৎপলেন্দুর, তার প্রমাণ আমরা পাই 'ছন্দনীড়'(১৯৮৯) ছবিটিতে। সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর সাফল্য নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী হিসাবে এই ছবির জন্য পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী এবং সেরা গীতিকার হিসাবে জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্তি।

উৎপলেন্দু সম্পর্কে আরও একটা কথা না বললেই নয়। চলচ্চিত্রকার হিসেবে ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেনকে উৎপলেন্দু শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তাঁর প্রাণের প্রিয় ছিল সত্যজিৎ রায়। যদি 'চোখ' ছবিটির ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়, তাহলেই বোঝা যায় ১৯৮০ সালে সত্যজিৎ রায় সমাপ্ত করা 'সদগতি' ছবির যে গ্রোথ, তাকেই রাজনৈতিক উচ্চাশা দিয়ে 'চোখ'-এ পরিণত করেন উৎপলেন্দু। 'সদগতি'-তে ওম পুরী ও স্মিতা পাতিলের যা অভিনয়, তা প্রায় হুবহু শ্রীলা মজুমদার এবং ওম পুরী অনুকরণ করেন 'চোখ'-এ। উৎপলেন্দু সত্যজিৎ রায়ের সংগীত নিয়ে ১৯৮৪ সালে যে তথ্যচিত্রটি করেন, তাও সত্যজিৎ রায়ের প্রতি একরকম অর্ঘ্য। আমাদের মনে করতেই হবে, তিনি তাঁর আগের বছর ১৯৮৩ সালে দেবব্রত বিশ্বাসের সংগীত নিয়েও তথ্যচিত্রের কথা। তবে দুঃখের কথা হল, জনপরিসরে উৎপলেন্দুর এই ছবিগুলো বিশেষ পরিচিতি পায়নি। বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন তুলে ধরার শেষ স্রষ্টা বিদায় নেন কিংবদন্তি মৃণাল সেনের শতবর্ষপূর্তির বছরেই। যা এক অপরিসীম শূন্যতা তৈরি করে গেল বাংলা ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্যে।

পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে রবিবার থেকে বাড়বে তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শনিবার কলকাতার তাপমাত্রা নামল ১৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। পশ্চিমাঞ্চলেও জমজমাট ঠাণ্ডা। পুরুলিয়ার পারদ নামল ৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শ্রীনিকেতনে ১১.৮ ডিগ্রি, বাঁকুড়ায় ১৪.৪ ডিগ্রি। দমদমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শুক্রবার কলকাতায় দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪২ থেকে ৯৭ শতাংশ। তবে আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, রবিবার থেকেই ফের চড়বে পারদ। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়তে পারে। শুধু তাই নয়, রবিবারের পাশাপাশি সোমবারেও বাড়তে পারে পারা। তারফলে শীতের আমেজ থাকলেও জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা এখনই দেখা যাচ্ছে না। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, রবিবার থেকেই বাড়বে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাব। বাড়বে দক্ষিণ পূর্বের হওয়ার দাপট। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গে। সঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশেরও দেখা মিলতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের আট জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। তবে বৃষ্টি হলেও তা হবে হালকাই। সোমবার বৃষ্টি হতে পারে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়াতে। অন্যদিকে, আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে ভালরকম কুয়াশার দাপট থাকবে দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। এই দুই জেলাতেই সকালের দিকে মাঝারি কুয়াশার সতর্কতা থাকছে।

EKDIN 08.12.2024 PAGE 4_Layout 1 12/7/2024 5:41 AM Page 1

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পিছনে ভারত সরকারের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য সাহসী পদক্ষেপ

খুলনার চুকনগরে ২০ মে ১৯৭১-এ এক দিনে ১০ থেকে ১২ হাজার হিন্দুকে হত্যা করা হয়। এই নৃশংস অত্যাচারের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় পুরো হিন্দু সমাজই ভারতে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করে। সে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। আজকের ভারত সরকারের মতন তিনি সীমান্ত বন্ধ করেননি। সনাতন সংস্কৃতির ধারায় সহস্র বৎসর ধরে এ দেশে নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছে ইহুদিরা, পার্সিরা। দেশভাগের সময় সব নেতার প্রতিশ্রুতি ছিল অত্যাচারিত হিন্দুদের আশ্রয় দেবে ভারত। ইন্দিরা গান্ধী আশ্রয় দিলেন, উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে নামল উদ্বাস্তুর ঢল। ভারত সরকারের হিসাব, ক্যাম্প এবং ব্যক্তিগত বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রায় ১ কোটি মানুষ (৯৮ লক্ষ ৯৯ হাজার ২৭৫ জন)। ভারতের জনসংখ্যা তখন প্রায় ৫৫ কোটি। অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার ২ শতাংশ উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী ৫ থেকে ২০ অগস্ট এই পনেরো দিনেই হিন্দু বৌদ্ধদের উপর ২০১০টি আক্রমণ হয়েছে, ২২টি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া হয়েছে। ভাঙা হয়েছে মাজার, বন্ধ হয়েছে লালন উৎসব। চট্টগ্রামে আক্রান্ত ইসকন মন্দির, লোকনাথ মন্দির, জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে হরিজন কলোনি। আক্রান্ত হচ্ছেন বৌদ্ধ জাতি চাকমা ও অন্যান্যরা। পাকিস্তানিদের অসমাপ্ত কাজ শেষ করছে ইউনূসের সরকার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মুক্তিযুদ্ধ সফল করতে লেগেছে দশকের পর দশক। মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করে পূর্ব পাকিস্তানে প্রশিক্ষিত পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করা কয়েক দশকের কাজ। কিন্তু কয়েক দশক ধরে এই উদ্বাস্তু সমস্যার বোঝা বইতে হলে ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ-সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের অর্থনীতি, নিরাপত্তা ভেঙে পড়বে। সুতরাং প্রয়োজন সাহসী সিদ্ধান্ত। ইন্দিরা গান্ধী উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের নয় মাস পরেই, ৩ ডিসেম্বর (১৯৭১) ভারতীয় বাহিনী ঢুকিয়ে আক্রমণ করলেন পূর্ব পাকিস্তান। মাত্র ১৩ দিনে, ১৬ ডিসেম্বর তৈরি করে উপহার দিলেন আজকের বাংলাদেশ। ফিরে গেলেন প্রায় সব উদ্বাস্তুই। বাংলাদেশের বহুনন্দিত মুক্তিযুদ্ধের পিছনে আছে ভারত সরকারের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য সাহসী পদক্ষেপ। কিন্তু এ বার তো সীমান্ত বন্ধ।

শব্দবাণ-১২৫

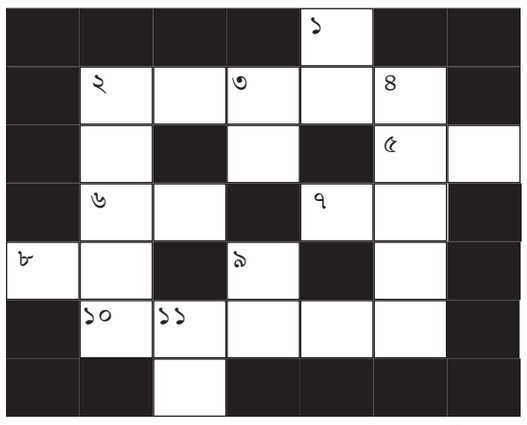

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. তরঙ্গ ৫. প্রাচীন পারস্যের ভাষা ৬. আক্রোশ, ক্রোধ ৭. বাসভবন ৮. উপকার, কল্যাণ ১০. যাত্রীর মালপত্র।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. শূন্য ২. গৃহের ছাদ ৩. চুল, কচ ৪. অকর্মণ্য ৯. নতুন, নয়া ১১.খননের যন্ত্র।

সমাধান: শব্দবাণ-১২৪

পাশাপাশি: ১. সচল ৩. আকাশ ৫. কাজরি ৬. ইজের ৭. বিমান ৯. পরোক্ষ ১১. মহেশ ১২. সবিতা।

উপর-নীচ: ১. সটকা ২. লটারি ৩. আড়াই ৪. শহর ৭. বিশ্রাম ৮. নরেশ ৯. পনস ১০. ক্ষমতা।

জন্মদিন

আজকের দিন

শর্মিলা ঠাকুর

১৯০০ *বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের জন্মদিন।*
১৯৩৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা ধর্মেন্দ্রর জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের জন্মদিন।*

শান্তিতে নোবেলজয়ীর হাতেই অশান্ত বাংলাদেশ

দিগন্ত চক্রবর্তী

'স্বাধীন বাংলাদেশে সব ধর্মাবলম্বীর সমান মর্যাদা নিয়ে বসবাস করার কথা। বাস্তবে তা হয়নি। দেশে হিন্দু জনসংখ্যার হার ক্রমাগত কমছে। গত ৫০ বছরে মোট জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। হিন্দুদের ক্ষেত্রে তা হয়নি। হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় ৭৫ লাখ কমেছে।' ২০২১ সালের ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর এক সংবাদপত্রের ডিজিটাল পেজে এই কথা গুলোই লেখা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, কথাগুলি কিন্তু লিখছে বাংলাদেশেরই এক সংবাদপত্র, তাই আশা করি বাংলাদেশের হিন্দু হত্যার কথা উঠলেই যারা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির গন্ধ পান তারা এই রিপোর্টিংটি অস্বীকার করতে পারবেন না।

যে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের নামানুসারে আজও বাংলাদেশের রাজধানীর নাম ঢাকা, সেই বাংলাদেশেই আজ হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন। বিগত কয়েক মাস ধরে ধারাবাহিকভাবে অত্যাচার নেমে আসছে সেই দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর। আমরা দেখেছি, কিভাবে শুধুমাত্র নিজের পরিচয় হিন্দু হওয়ার কারণে জোর করে সরকারি চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। Hindusthan Times Bangla-র ২৭ সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত এক খবর পড়লে শিহরিত হতে হয়। সেই রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার মুরাদনগরের একটি সরকারি স্কুলে সহশিক্ষিকাকে চাকরি ছাড়তে চাপ দেওয়া হচ্ছিল স্কুলের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের দ্বারা, কিন্তু সেই কথা মেনে না নেওয়ায় অন্তঃসত্ত্বা সেই হিন্দু শিক্ষিকার ওপর চলে নৃশংস নির্যাতন। একের পর এক ঘটনাগুলি দেখে মনে পড়ে যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কালান্তর' এর 'হিন্দুমুসলমান' প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন, 'পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য সমস্ত ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র; সে হচ্ছে খৃস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত। এইজন্যে তাদের ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া তাদের সঙ্গে মেলবার অন্য কোনো উপায় নেই।'

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(হিন্দুমুসলমান, কালান্তর, পৃঃ ৩১২)

আবারো সত্য প্রমাণিত হয় 'Pakistan or the partition of India' গ্রন্থে লেখা ডঃ বি আর আম্বেদকরের সেই লাইন,

'The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is brotherhood of Muslims for Muslims only. There is a fraternity but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation– there is nothing but contempt and enmity.'

শান্তিতে নোবেলজয়ী ইউনূসের আমলে ধারাবাহিকভাবে অশান্তির পরিস্থিতি ক্রমশ ভয়াবহ হচ্ছে বাংলাদেশে, যার মাশুল গুনছে সে দেশের হিন্দু ভাইবোনেরা। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'সন্ধ্যা' র সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় লিখেছিলেন,

'সকল কথার মাঝে সহজ কথায় বাঙ্গালীর প্রাণের কথা আমরা সদাই বলিব।/যাহা শুন-যাহা শিখ-যাহা কর-হিন্দু থাকিও বাঙ্গালী থাকিও।' কিন্তু, বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দু বাঙালি হিসেবে বেঁচে থাকাটাই বোধহয় দূরহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতি সম্প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে বাংলাদেশে হিন্দুদের প্রতিবাদী মুখ চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করেছে ইউনূস সরকার। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ৫ আগষ্ট হাসিনা সরকার পতনের পর থেকে যেভাবে অত্যাচার নেমে এসেছে সে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর, সেইসবের বিরুদ্ধে বার বার সরব হয়েছেন চিন্ময়কৃষ্ণ দাস।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে, হিন্দু মঠ মন্দিরে হামলা হচ্ছে, হিন্দু সাধু সন্তদের গ্রেফতার করা হচ্ছে তাই বোধহয় এখনো 'লড়াইয়ের ময়দানে' নামেনি ভারতের এক বিশেষ শ্রেণী; যারা ২০০১ সালে ভারতের সংসদে আক্রমণকারী কুখ্যাত জঙ্গি আফজল গুরুর ফাঁসির পর স্লোগান তুলেছিল, 'আফজল হাম সরমিন্দা হে, তেরা কাতিল জিন্দা হে।' আফজল গুরুর ফাঁসি হলে এইসব তথাকথিত উদারপন্থীরা রাস্তায় নামেন, কিন্তু বাংলাদেশে নিরীহ হিন্দুদের উপর নির্বিচারে হত্যা হলে সেটাকে সেই সংশ্লিষ্ট দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে তারা দায় এড়িয়ে যান। গত ২২ শে জানুয়ারি রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিন যারা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার সেই লাইন, 'ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে/অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে'; যারা রামমন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে হিন্দু উগ্রপন্থার গন্ধ পাচ্ছিলেন, আজকের বাংলাদেশের এই পরিস্থিতি চোখের সামনে দেখেও তারা আরেকবার পোস্ট করবেন না? তাদের এই দ্বিচারিতামূলক অবস্থান স্পষ্ট করে দেয় তাদের ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে মুখোশের আড়ালে থেকে হিন্দু বিরোধীতা এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার এক কু-প্রয়াস।

যদিও বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার এবং চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে অন্যায় ভাবে আটকের ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে বিশ্বজুড়ে। সূত্র মারফত জানা গেছে, বাংলাদেশে হিন্দুদের উপরে হামলা এবং চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুর গ্রেফতারির প্রতিবাদে ব্রিটিশ সংসদে সরব হন কনভারভেটিভ পার্টির সাংসদ বব ব্ল্যাকম্যান। হাউজ অফ কমনসে তিনি বলেন, 'এলস্ট্রিতে ভক্তিবেদান্ত ম্যানর পরিচালনা করে ইসকন। ব্রিটেনে সেটা সর্ববৃহৎ হিন্দু মন্দির। বাংলাদেশে এই সংগঠনের ধর্মীয় নেতা গ্রেফতার হয়েছেন। বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদের খুন করা হচ্ছে। তাঁদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাদের মন্দির পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশে ইসকন নিষিদ্ধ করার জন্য ওদের হাইকোর্টে যে চেষ্টা করা হয়েছিল। এটা হিন্দুদের উপর সরাসরি হামলা। এটা এখন ভারতের জন্যে একটা হুমকি। এখানে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। কারণ আমরাই বাংলাদেশকে স্বাধীন হতে দিয়েছিলাম।'

ডোনাল্ড ট্রাম্প আগেই হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনার নিন্দা করেছেন, এবার আমেরিকার বিখ্যাত গায়িকা মেরি মিলবেন চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সমাজ মাধ্যমে সোচ্চার হয়েছেন। গত ২৭ নভেম্বর নিজের 'এক্স' হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, 'The imprisonment of Chinmoy Krishna Das and the continued attacks against Hindus and other minorities by extremist in Bangladesh must be addressed now by world leaders. We must preserve religious freedom– and the safety of all people of faith globally.'

বিশ্বের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ (সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক) শ্রী দত্তাত্রেয় হোসবলেও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে হিন্দু এবং অন্যান্য সমস্ত সংখ্যালঘুদের উপর ইসলামিক মৌলবাদীদের দ্বারা মহিলাদের ওপর হামলা, খুন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ এবং অমানবিক অত্যাচার অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আরএসএস এর নিন্দা করে।'

বিশ্বের নামীদামি ব্যক্তিত্ব, সংগঠন বাংলাদেশের হিন্দু হত্যার বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু আসলে কি কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের হিন্দুরা, তা হয়তো শুধুমাত্র তারাই জানেন। চন্ডীদাস, রামপ্রসাদের বাংলায় হিন্দুদের এই পরিস্থিতি সত্যিই মন ভারাক্রান্ত করে তোলে। ধারাবাহিকভাবে বাংলাদেশে হিন্দুদের জনসংখ্যা হ্রাস এটুকু অন্তত প্রমাণিত করে যে হিন্দুদের নিজেদের সুরক্ষার দায়িত্ব নিজেদেরই করতে হবে। তাই এহেন পরিস্থিতিতে শঙ্খ ঘোষের কবিতার লাইন ধরে বলতে হয়, বাংলাদেশের হিন্দুদের এখন মন্ত্র হোক, 'আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি'।

উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান তাপস ও ফার্সি কবি পীর ফতেহ্ অলি ওয়েসী

নুরুল ইসলাম খান

'মাশরেকে হুব্বে মুহাম্মদ মাতলায়ে দেওয়ানে মা
মাতলায়ে খুরশীদে ইশকাস সিনায়ে সুযানে মা',

অর্থ, আমার কাব্য চর্চার কেন্দ্রস্থল হল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেম -উদয় স্থল, আমার জলন্ত বক্ষে তাঁর প্রেম -সূর্যের উদয়স্থল। অর্থাৎ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর প্রেমকে কেন্দ্র করে আমার এ কাব্য রচিত হয়েছে। তাঁর অফুরন্ত ও নির্ভেজাল ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কাব্যের প্রতিটি শব্দের মধ্যে।যাঁর ফার্সি কবিতায় গুঞ্জরিত হয়েছে প্রিয় নবি সা, এঁর প্রতি অফুরন্ত ভালবাসা তিনি হলেন উনবিংশ শতাব্দীর মহান জ্ঞান তাপস ও ফার্সি ভাষার বিখ্যাত কবি আরেফে রব্বানী উসবতুল মোহাক্কেকীন মাহবুবে সাইয়েদুল মুরসালিন কুতুবুল ইরশাদ হযরত সুফি সৈয়দ ফতেহ আলি ওয়ায়েসী রহ,। যাঁকে বলা হয় রসুলে নোমা। কলকাতায় মানিকতলায় তিনি সমাধিস্থ। জনপ্রিয় নাম হযরত ফতেহ আলি ওয়েসী দরবার শরীফ। আধ্যাত্মিক জগতের প্রগাঢ় পন্ডিত ওয়েসী হুজুরের অজস্র খলিফাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান খলিফা ছিলেন মোজাদ্দেদে যামান ফুরফুরা শরীফের আলাহযরত পীর দাদা হুজুর রহ,। তাঁর নামের সঙ্গে সংযুক্ত 'ওয়েসী' নামটি হজরত ওয়াইস করণী (রঃ) থেকে এসেছে। ওয়েসী হুজুরের শিক্ষক ছিলেন আরেফে কামেল হযরত সুফি নুর মোহাম্মদ কুদ্দেসা সির রুহুল আজিজ রহ,। মাওলানা, পীরসাহেব ও ইসলামী সংস্কৃতির চিন্তা চেতনায় যেমন মহাপন্ডিত ছিলেন, পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে শিক্ষা সংস্কার, সামাজিক কর্মকাণ্ড ও জনহিতকর কাজকর্মে তিনি ছিলেন পদাতিক সৈনিক। আদর্শবান একজন সুনাগরিক হিসাবে তাঁর অসামান্য ও গৌরবময় অবদান জায়গা করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়। ইসলামের চিরন্তন শ্বাশত সত্যের বানীকে সম্বল করে সমাজকে সমৃদ্ধ করেছিলেন শক্তিধর লেখনী দিয়ে। তাঁর স্বরচিত মূল্যবান বইগুলি আলো জ্বালিয়েছিল সমাজে। প্রান্তিক এলাকায় অনাথ ও দুঃস্থ শিশুদের জন্য তিনি তৈরি করেছিলেন নিখরচায় বিদ্যালয়। গ্রামের গরিব মানুষের জন্য তৈরি করেছিলেন দাতব্য চিকিৎসালয়। যেখানে অসহায় রোগীরা ফ্রি পরিষেবা পেতেন। তাঁর আধ্যাত্মিক অন্তঃস্থল ছিল যেমন উঁচু মাপের, ঠিক তেমনি কলমেরও শক্তি ছিল অসম্ভব। 'দেওয়ানে ওয়ায়েসী' বা হুববে রসুল সা, কেতাবটি হলো তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। ১৯৩৫ সালে তাঁর দৌহিত্রের দ্বারা প্রকাশিত সেই কাব্যগ্রন্থটি হলো কমবেশি ৯৫০ পৃষ্ঠার মোড়কে প্রান ফিরে পেয়েছে তাঁর গুরত্বপূর্ণ সৃষ্টিরহস্য।

সেখানে নিহিত রয়েছে অন্তঃস্থলের কান্না, হুজুরের সানে জ্বলে ওঠা ভালবাসা ও রাসূলের প্রতি তাঁর হৃদয়ের নিখুঁত প্রেম। আগুনের মত রুপ নিয়েছে মোহাব্বাতের সুপ্ত বাসনা। আসেকে রসুল হিসাবে তাঁর কাব্যের প্রতিটি ছন্দে শব্দে ও লেখনীতে ঝলসে উঠেছে প্রিয় নবির ভালবাসা। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ ওয়ারেস আলী (রহ.)। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে মুজাহিদে-আজম সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহ.)-এর নেতৃত্বে ঐতিহাসিক বালাকোট যুদ্ধে হযরত অংশ গ্রহণ করেন। নির্মম ইংরেজ সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।এই সময় তিনি ছিলেন মাত্র তের বছরের বালক।

পুণ্যবতী মা ছিলেন সৈয়দা সাঈদা খাতুন। মায়ের সঙ্গে পবিত্র হজ্জে গেলে পথে ইন্তেকাল করেন মা। ফলে এতিম হয়ে পড়েন তিনি। একা অসহায় অনাথ শিশুর জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। বন্ধনহীন ওয়েসী বালক হজের পথ ছেড়ে একজন মাওলানার সঙ্গে ফুরফুরায় চলে আসেন।

তিনি চাকরি করা অবস্থায় ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। পরে তিনি চাকরিও ছেড়ে দিয়েছিলেন। পুরোপুরি ডুবে গিয়েছিলেন দ্বীনের বহুবিধ কাজে। শিক্ষা গ্রহন করে পাঞ্জাবের মোজাদ্দেদ আলফে সানী শেখ আহমদ সারহেন্দী (র.)-এঁর তরীকার স্বনামধন্য খলিফা হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি কেবল যে একজন পীর ও ধর্ম সংস্কারকাজ ছিলেন তা নয়, তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তিও ছিলেন। ফারসী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর প্রভূত জ্ঞান ছিল। তাঁর রচিত দেওয়ানে ওয়েসী পুস্তকে এক'শ উনাশিটি গজল ও তেইশটি কাসিদা রয়েছে। সেটা বিশ্ব বাজারে সমাহিত। বাংলাদেশের বিশ্ব বিদ্যালয়ে এই বই পাঠ্য পুস্তক পড়ান হয়। অনুবাদিত গ্রন্থটি বহু কলেজে পড়ান হয়। ওয়েসী হুজুরের আধ্যাত্মিক শক্তি বা অলৌকিক ক্ষমতাও ছিল প্রবল। সমাজে তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাঁর সুযোগ্য পুত্র মৌলভী মুস্তফা আলী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনিও ছিলেন উঁচু দরজার মনীষী। ওয়েসী হুজুর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে ভীষন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তার প্রমাণ মেলে ১২৭৫ হিজরিতে মৌলবী হামিদুল্লাহ খাঁন এঁর 'আনওয়ারুন নাইয়েরাইন' পুস্তকে। তাঁর কাজকর্মে, চলনে, পোশাকে ও মধুর ব্যবহার মানুষকে মুগ্ধ করতেন। ফুটে উঠত মহান আল্লাহ ও রাসূলের ভালবাসা।

ফলে 'দিওয়ান ওয়সী'কে দিওয়ানে-বাঙ্গাল বলা হতো। নবাব সিদ্দিক হাসান ভূপালি সাহেব 'শামায়ে-আঞ্জুমান' নামক কিতাবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে গণ্য করেছেন। হযরত সুফি ফতেহ আলী ওয়সী (রহ.) মুর্শিদাবাদ জেলার পুনাশীতে বসবাস করতেন।

হযরত ফতেহ আলী (রহ.)-এর একমাত্র মেয়ে বানু জোহরা খাতুন (রহ.) ইনি একজন মস্ত বড় ওলি ছিলেন। ফুরফুরার পীর মোজাদ্দেদে জামান দাদা হুজুর তাঁকে 'বাংলার রাবেয়া বসরী' বলে অভিহিত করতেন। তাঁর অসংখ্য কারামত বিদ্যমান। মোজাদ্দেদে জামান (রহ.) তাঁর মুরিদদের অনেককে জোহরা খাতুন (রহ.)-এর কাছে পাঠাতেন উচ্চ তালীম হাসিলের জন্য।

সুফি ফতেহ আলী ওয়সী (রহ.) অন্যতম প্রধান খলিফা ফুরফুরার পীর মোজাদ্দেদে জামান (রহ.)-এঁর কোলে মাথা রেখে ৬ ডিসেম্বর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেছিলেন।তিঁনি কলকাতার মানিকতলায় ২৪/১ মুনশীপাড়া লেনে সমাধিস্থ। তাঁর স্মরণে ফি বছর ওয়েসী দরবারে দু'দিন ধরে সামাজিক ও জনহিতকর কাজকর্ম চলে।ব্যতিক্রমভাবে মসজিদের মধ্যে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।এটি অবশ্যই বিরল নজির স্থাপন করেছে। বর্তমানে এই দরবারে সৌন্দর্যকরণ মানুষের নজর কেড়েছে। এবিষয়ে রাজ্য সরকার, ফুরফুরা শরীফ ও হাজি রহিম বক্স ওয়াকফ স্টেট এর বিশাল অবদান রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পরও অবাধে অবৈধ বালির কারবার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: কয়েক মাস আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক প্রশাসনিক বৈঠকে অবৈধ বালিঘাট নিয়ে কড়া নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। পশ্চিম বর্ধমানের দামোদর অজয় নদের এলাকায় বিভিন্ন বালিঘাট ইতিমধ্যেই বন্ধ। কিন্তু এরই মধ্যেই আজও রমরমে অবৈধ বালির কারবার চালিয়ে যাচ্ছে বালির কারবারিরা। ঘটনাটি রানিগঞ্জ থানার বল্লভপুর পঞ্চায়েত এলাকার।

রানিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তরুণ মণ্ডলের দাবি, 'সাহেবগম মৌজায় রাতের অন্ধকারে রাত্রি আটটা থেকে ভোর ছয়টা পর্যন্ত প্রচুর গাড়ি অবৈধ ভাবে নৌকোয় জেসিবি মেশিন দিয়ে বালি উত্তোলিত হচ্ছে। জায়গাটি বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু রাস্তা ব্যবহৃত হচ্ছে পশ্চিম বর্ধমানের। আমার অনুমান, ঘাটটির কোনও বৈধ অনুমতি নেই। যে জায়গায় বালি উত্তোলিত হচ্ছে সেই স্থানে প্রচুর মানুষজন নিত্য প্রয়োজনে স্নান কাপড় কাচার জন্য ব্যবহার করে। পিএইচই জল সরবরাহ করা হয়, প্রচুর গবাদি পশুর চারণ ক্ষেত্র। ডিভিসি দ্বারা নির্মিত রেললাইন রয়েছে। একই অবস্থায় বালি উত্তোলনের আরেকটি ঘাটে একটি ইলেকট্রিক টাওয়ার রয়েছে, টাওয়ারটি ধসে গিয়ে বিপদজনক অবস্থা তৈরি হতে পারে। এই বালি উত্তোলনের জন্য আগামী দিনে ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এর আগে মথুরা চণ্ডীঘাটে এই ভাবে অবৈধ বালি তোলার ফলে দামোদর নদে বছর দুয়েক আগে দু'টি নিরীহ কিশোরের মৃত্যু ঘটে। আগামী দিনে এই স্থানে অনুরূপ দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।'

তিনি বলেন, এই বিষয়ে তিনি ভূমি রাজস্ব আধিকারিক ও স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এর কাছে এলাকার মানুষের মাস পিটিশনের ভিত্তিতে অভিযোগপত্র দায়ের করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরই অবৈধ বালিঘাট নিয়ে তৎপরতা দেখিয়েছে প্রশাসন। তবে, এখানের এই বালিঘাটটি কোন অঙ্গুলি হেলনে বেপরোয়া ভাবে আজও অবৈধ বালি খনন করে যাচ্ছে, এটাই ভাবাচ্ছে তাঁদের। পাশাপাশি তরুণবাবু এও অভিযোগ করেন যে, অবৈজ্ঞানিক ভাবে বল্লভপুর গ্রামের কাছে দামোদর এনভার ব্যাঙ্কে বালি খননের কাজ চলছে এবং এই স্থানে ৪০০ কেভি দুর্গাপুর-পিপিএসপি ডি/সি লাইনের টিএল নং ৪০৫ অবস্থিত। যেমন, ইএইচভি টাওয়ার আইইমের কাছে বালি খননের কাজটি টাওয়ার পড়ে যাওয়ার ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে যা পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় মানুষ, গবাদি পশু এবং ব্যাপক বিদ্যুৎ বিঘ্নের কারণ হতে পারে। এই বিষয়ে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ প্রশাসনিক দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েছেন।

এই বিষয়ে বল্লভপুর গ্রামের কাছে দামোদর নদের তীরে ৪০০ কেভি দুর্গাপুর-পিপিএসপি ডি/সি ট্রান্সমিশন লাইন, ডব্লিউবিএসইটিসিএলের টিএল নম্বর ৪০৫-এর ইএইচভি টাওয়ারের কাছে এই ধরনের বালি খনন কাজ প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

ধারালো অস্ত্রে স্বামীকে খুন থানায় আত্মসমর্পণ স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শনিবার সকাল সকাল কাঁকসা থানায় হাজির হন এক মহিলা। থানার পুলিশকে তিনি জানান, তাঁর নাম আম্বু কোরা। তিনি নাকি তাঁর স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে খুন করেছেন। তাঁকে যেন পুলিশ শাস্তি দেয়। মহিলার মুখের কথা শুনে প্রথমে হতবাক হয়ে যান পুলিশ কর্মীরা। পরে তাঁর কথামতো সত্যতা যাচাই করতে মহিলার ঠিকানায় পৌঁছতেই পুলিশ দেখে মাটির দেওয়ালের টালির চালের একটি ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছে এক ব্যক্তি। গলায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মাথার কাছেই পড়েছিল দু'টি ধারালো অস্ত্র।

পুলিশের অনুমান, ওই ধারালো অস্ত্র দিয়েই তাঁকে খুন করা হতে পারে। ঘটনাস্থলে কাঁকসা থানার পুলিশের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে পৌঁছন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল। ঘরের ভিতর থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কাঁকসার রাজবাঁধ ক্যানেল পাড় এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম চুনা কোড়া (৫০)। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িতে স্বামী স্ত্রীই থাকতেন। মাঝে মধ্যেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা অশান্তি লেগেই থাকত। সেই থেকেই এই ঘটনা বলে অনুমান এলাকাবাসীর।

মৃত ব্যক্তির মেয়ে গীতা কোরা জানিয়েছেন, ভোর ৪টে নাগাদ তাঁর মা ফোন করে জানান বাবা মারা গিয়েছেন। তাঁরা দুই বোন ও এক ভাই। সকলেই বিয়ে করে বিভিন্ন জায়গায় থাকেন। বাবা-মা একাই থাকতেন। দু'জনের মধ্যে কী হয়েছিল জানা নেই। কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, মৃতের স্ত্রী থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের কথা স্বীকার করেছেন। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

অগ্রগামী মহিলা কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, রেজিঃ নং, ০৪ (হাওড়া) তাং ৩০/১১/২০০৭, বিরাজময়ী রোড, দাশনগর, হাওড়া ৭১১১০৫

নোটিশ

এতদ্দারা সমিতির সকল সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে, যে, উক্ত সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন আগামী ১২/০১/২০২৫ তারিখে সকাল ১১ টা হইতে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত (অবিরাম) সমিতির নিজ অফিস গৃহে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ ও নির্বাচনী নির্ঘন্ট সংগ্রহের জন্য ভারপ্রাপ্ত প্রতিনিধি শ্রীমতী পিউ চক্রবর্তী মহাশয়ার সাথে যোগাযোগ করার জন্য সমিতির সকল সদস্যাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুমত্যানুসারে,
সুরজিৎ সাহা
এ. আর. ও

গদিঘরের আলমারি ভেঙে আট লক্ষাধিক টাকা চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: গদিঘরের আলমারি ভেঙে আট লক্ষাধিক টাকা খোয়া গিয়েছে বলে অভিযোগ করলেন আউশগ্রামের এক আলু ব্যবসায়ী। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে আউশগ্রামের যাদবগঞ্জ এলাকায়। যাদবগঞ্জের বাসিন্দা মিন্টু খান নামের ওই আলু ব্যবসায়ী শুক্রবার এনিয়ে আউশগ্রাম থানার পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যাদবগঞ্জে জঙ্গলঘেঁষা এলাকায় রয়েছে মিন্টুর গোডাউন। সেখানে কয়েক বছর ধরে আলু, ধানের ব্যবসা করছেন তিনি। চাষীর কাছে আলু কিনে বাছাই করে তা ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেন। মিন্টুর দাবি, 'আমার কাছে প্রায় ১০-১২ জন কর্মী কাজ করেন। বৃহস্পতিবার আমার ম্যানেজার তাগাদায় গিয়েছিলেন। বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে তিনি টাকা আনেন। সেই টাকা আলমারিতে রেখে রাত ৯-৫৫ মিনিট নাগাদ আমরা দু'জনে বাড়ি চলে যাই। প্রায় দশ বছর ধরে ব্যবসা করছি। এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। আলমারিতে যে টাকা থাকে সেটা সকলেই জানতেন। কিন্তু কত টাকা ছিল, সেটা আমি আর ম্যানেজার ছাড়া কেউ জানত না।'

তাঁর অভিযোগ, 'এদিন সকাল ৮টা নাগাদ গদিঘরে এসে দেখি আলমারি অর্ধেক খোলা অবস্থায় রয়েছে। ভিতরে রাখা ন' লক্ষাধিক টাকার মধ্যে প্রায় ৮ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা নেই। বাকি টাকাগুলো আলমারির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। তবে আলমারির লকারের মধ্যে থাকা টাকা অক্ষত রয়েছে।' তিনি বলেন, 'আলমারির চাবি আমার কাছে থাকলেও গদিঘরের চাবি গোডাউনের কীবোর্ডে রাখা ছিল। কোনও কিছু চাপ দিয়ে আলমারি খোলা হয়েছে, নাকি কেউ ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়ে আলমারি খুলেছে, তা বুঝতে পারছি না।'

তাঁর সন্দেহ, চাবি দিয়েই ঘর খুলে ভিতরে ঢোকে দুষ্কৃতী। তিনি জানান, পৌনে দু'টো নাগাদ গ্রামের ট্রান্সফর্মার নামানো হয়। পরে ভোরের দিকে গ্রামের লোক তা তোলে। ফলে গোডাউনে চারটি ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা থাকলেও ওই সময় কোনও রেকর্ডিং হয়নি। পুলিশের তরফে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বেআইনি ভাবে অতিরিক্ত বালি বহনের অভিযোগে বর্ধমানে আটক ৩টি ডাম্পার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: অজয় নদ থেকে বেআইনি ভাবে বালি তোলার অভিযোগ মাঝেমধ্যেই ওঠে পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে। আর সেজন্য বিভিন্ন সড়কপথে নজরদারি শুরু করেছে পুলিশ। আর বেআইনি ভাবে অতিরিক্ত বালি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ৩টি ডাম্পার আটক করল পুলিশ।

পুলিশি নজরদারি

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে মোড়বাঁধ আউশগ্রাম রাজ্য সড়কে অভিযান চালানোর সময় ওই গাড়িগুলিকে ভুঁয়েরা বটতলা এলাকায় আটকানো হয়। তবে তাদের কাছে বালির বৈধ চালান থাকলেও অতিরিক্ত বালিবোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে গাড়িগুলিকে আটক করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই বালির গাড়িগুলির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শনিবার ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে গাড়ি গুলি হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আউশগ্রাম এলাকায় অজয় নদে বেশ কয়েকটি বৈধ বালি ঘাট রয়েছে। আর সেই ঘাট গুলি থেকে বালি বোঝাই করে গাড়িগুলি ২-বি জাতীয় সড়ক ও বিভিন্ন রাজ্য সড়ক ধরে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ফলতো ওই সমস্ত রাস্তায় সর্বদা পুলিশি নজরদারি জারি রয়েছে। তবে অনেক সময় বৈধ ইজারাদারের বিরুদ্ধে অন্যত্র বালি কাটারও অভিযোগ ওঠে। যদিও এব্যাপারে তারা যথেষ্ট সজাগ রয়েছেন বলেই দাবি করেছে ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর।

এই ব্যাপারে ব্লক রেভিনিউ অফিসার সুমন কুমার মাল বলেন, 'আমরা প্রত্যেক দিন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাচ্ছি। যে সমস্ত গাড়ি চালান ছাড়া রাস্তায় উঠবে সেই গাড়ির বিরুদ্ধে আমরা যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। আমরা তিনটি গাড়িকে ওভারলোড করার জন্য আটক করেছি তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করব। পাশাপাশি যে সমস্ত ইজারাদার নিজের সীমানার বাইরে গিয়ে বালি তুলছে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেব। আমরা নজরদারি চালাচ্ছি গোটা এলাকায়।'

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) **Name of the work :** Construction of HT Meter Room, Substation Platform & Cable Trench at New Mangalik Building under DMC
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-70/24-25
Tender ID : 2024_MAD_780709_1 • Est. Amt. : Rs. 5,28,174.00
2) **Name of the work :** Repairing of ICDS and Construction of a Kitchen Room at Piyala ICDS within Ward No.-32 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-270/24-25
Tender ID : 2024_MAD_780725_1 • Est. Amt. : Rs. 7,19,938.00
Last Date : **16.12.2024 upto 5.00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

নোটিশ

এতদ্দারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড এর ১০০ ইক্যুইটি শেয়ার সার্টিফিকেট নং **৪১৮১৬২** এবং ডিসটিংটিভ নং **১৮৪৯১৯৪৬-১৮৪৯২০৪৫**, ফোলিও নং **২২১৫১১৬, প্রদীপ নবীন খান্ডেলওয়ালা/অঞ্জলী প্রদীপ খান্ডেলওয়ালা** (প্রয়াত) এর নামে স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে এবং নিম্নস্বাক্ষরকারী কোম্পানির নিকট উক্ত শেয়ারের জন্য বিকল্প সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য আবেদন করেছেন। যে কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট শেয়ার সম্পর্কে কোনও দাবি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রার, **কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড -সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট ৩১-৩২, গাচিবাওলি, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, হায়দরাবাদ- ৫০০০৩২** মধ্যে লিখে জানাতে পারেন অন্যথায় কোম্পানি বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যুর প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে।
স্থান : আহমেদাবাদ — **শেয়ারহোল্ডার(গণের) নাম**
তারিখ : ০৬/১২/২০২৪ — **প্রদীপ নবীন খান্ডেলওয়ালা**

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতীয় রেলওয়ের জন বিজ্ঞপ্তি

মেট্রো রেলওয়ের নিম্নলিখিত শাখার সম্পূর্ণ করা অংশে অবস্থিত সকল রেলওয়ে লাইন ও পরিসর ব্যবহারকারীকে এতদ্দারা বিজ্ঞপ্তি মারফত জানানো হচ্ছে যে এই শাখাতে নির্দিষ্ট করা তারিখ থেকে বা তার পরে **৭৫০ ভোল্ট, ডিসি ৩য় রেল ট্র্যাকশন সিস্টেম বিদ্যুতায়িত করা হবে (স্থায়ী বিদ্যুতায়নের জন্য)।** ওই তারিখ থেকে ৩য় রেল ট্র্যাকশন লাইন উল্লিখিত সময়সীমায় বিদ্যুৎবাহী হিসাবে গণ্য করতে হবে ও কোনও অননুমোদিত ব্যক্তি উক্ত ৩য় রেলের কাছাকাছি আসতে বা কোনও কাজ করতে পারবেন না। • **শাখা ঃ নোয়াপাড়া-বিমানবন্দর শাখার ডাউন লাইনে ভায়া ডাক্ট এবং টানেল সেকশনে, যশোর রোড স্টেশন সহ দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে জয় হিন্দ স্টেশন (বিমানবন্দর স্টেশন) পর্যন্ত। ডাউন লাইন ঃ সিএইচ নং. ৩০২০.৯০১ মিটার থেকে সিএইচ নং. ৬৬২২.৪৩ মিটার। • বিদ্যুতায়নের তারিখ ঃ** ১২.১২.২০২৪ তারিখে দুপুর ২টা থেকে।
ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/প্রোজেক্ট
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

বাস ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ, এক শিশু সহ ১৪ জন আহত

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বালি বোঝাই লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক শিশু সহ মোট ১৪ জন গুরুতর আহত হয়। দুর্ঘটনাটি ঘটে শনিবার দুপুরে জৌগ্রাম জামালপুর রোডের পর্বতপুর এলাকায়। আহতদের সকলকে উদ্ধার করে জামালপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জানা গিয়েছে যাত্রী নিয়ে বাসটি জৌগ্রাম থেকে জামালপুর যাওয়ার পথে পর্বতপুর গ্রামে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। উলটোদিক থেকে একটি লরি চলে আসায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। যাত্রীরা জানিয়েছেন,বাস টি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে চলছিলো। সেই সময় চালক মোবাইল ফোনে কথা বলছিলো। আচমকা একটি বাঁকের মুখে হর্ন না বাজিয়ে উল্টোদিক থেকে একটি বালি বোঝাই লরি সামনে চলে আসায় বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। মুখোমুখি ধাক্কা মারে লরিটিতে। স্থানীয় বাসিন্দা মণিশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বালির লরিটি খুব ধীর গতিতে আসছিল, কিন্তু যাত্রী বোঝাই বাসটি অতি দ্রুত গতিতে আসছিল। চালকের অসতর্কতায় বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে লরিটিতে ধাক্কা মারে।

এই ঘটনায় বাসের মধ্যে থাকা এক শিশু সহ মোট ১৪ জন গুরুতর আহত হয়। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। দুর্ঘটনায় বাসের সামনের অংশ ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বাসের সামনের দিকে বসে থাকা যাত্রীরাই বেশি আহত হয়েছেন বলে যাত্রীদের অনেকে জানিয়েছেন। পুলিশ ঘাতক বাসটিকে আটক করলেও, চালক ও খালাসি পলাতক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জামালপুরে ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁ ও বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি। মেহেমুদ খাঁ বলেন, রাস্তার ধারে যে সমস্ত ব্যক্তিরা খর বোঝাই করে রেখেছেন সেগুলি দ্রুত সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেন। তার সঙ্গে সিভিক ভলেন্টিয়ার্স এবং এলাকাবাসীদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলের টার্নিং পজিশনে যে সমস্ত গাছের ডাল রাস্তার দিকে ঝুলে পড়েছে সেগুলি যাতে দ্রুত কেটে ফেলা হয় তার পরামর্শ দেন।

শুরু হতে চলেছে জলস্বপ্ন প্রকল্পের পরিষেবার কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: দীর্ঘদিনের জলকষ্ট থেকে এবার রেহাই পেতে চলেছে অণ্ডাল থানার কাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই 'জলস্বপ্ন' প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি জল পরিষেবার জলের উৎসর প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চকরামবাটি এলাকায়।

শনিবার ওই প্রকল্পের পরিদর্শনে আসেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলাশাসক এস পোন্নাবলম সহ জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকরা। ইসিএলের পরিত্যক্ত কয়লা খাদানের জমা জল থেকেই দেওয়া হবে পরিষেবা। জেলাশাসক জানান, কাজোড়া খোলা মুখ খনিকে প্রকল্পের আওতাধীনে করা হয়েছে জল প্রকল্প। ওই জলাশয় থেকে জল পরিশুদ্ধ করে কাজোড়া এলাকায় প্রায় ৯ হাজার পরিবারকে জল দেওয়া হবে। কাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬ হাজার ও হরিশপুর এলাকায় ২ হাজার পরিবারকে জল দেওয়া হবে। এখানে প্রকল্পের কাজ শেষ। আগামি ১৫ দিন জল পরীক্ষামূলক ভাবে এলাকায় দেওয়া হবে। জানুয়ারির ১৫ তারিখের মধ্যে বাড়ি বাড়ি জল পরিষেবা চালু হয়ে যাবে বলে জানান জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকরা।

JAGADISHPUR GRAM PANCHAYAT
Jagadishpurhat, Howrah

e-Tender Inviting Notice

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- i) WB/HOW/BJPS/JGP-271/NIT-33/2024-25, dated 07.12.24, Sl- 1. Fund: 15TH FC (TIED). ii) WB/HOW/BJPS/JGP-272/NIT-34/2024-25, dated 07.12.24, Sl- 1. Fund:15TH FC (UNTIED). iii) WB/HOW/BJPS/JGP-273/NIT-35/2024-25, dated 07.12.24, Sl- 1. Fund:15TH FC (TIED). iv) WB/HOW/BJPS/JGP-274/NIT-36/2024-25, dated 07.12.24, Sl- 1. Fund:OWN FUND.** Bid submission start date : **08.12.24 at 10.00 AM.** Last date of Bid submission : **16.12.2024 upto 9.00 AM.** Date of opening : **18.09.2024 at 2.00 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Jagadishpur Gram Panchayat

কাঁকসায় ৩টি স্কুলে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: শুক্রবার রাতে কাঁকসার ৩টি স্কুলে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে। শনিবার সকালে পানাগড় বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ের অফিস খুলতে গিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকারা দেখেন স্কুলের জানালা কেটে চোরের দল ভিতরে ঢুকে আলমারি ভেঙে আলমারিতে থাকা বিদ্যালয়ের বেশ কিছু নগদ টাকা, সিসিটিভির হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে যায়। অন্যদিকে কাঁকসার আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে থাকা একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালা ভেঙে গোটা স্কুল জুড়ে তছনছ করে দুষ্কৃতীর কিছু না পেলেও পাশেই উচ্চ বিদ্যালয়ে ঢুকে বিদ্যালয়ের ১০টি আলমারি ভেঙে তছনছ করে দেয় দুষ্কৃতীরা।

ভস্মীভূত ৫ বিঘের পাকা ধান, মাথায় হাত কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জয়পুরের পর এবার কোতুলপুরে, ন্যাড়া পোড়াতে গিয়ে আগুনে পুড়ে ছাই ৫ বিঘে জমির পাকা ধান, মাথায় হাত ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের।

জয়পুরের পর এবার কোতুলপুরে ন্যাড়া পোড়ানোর সময় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল প্রায় ৫ বিঘে জমির পাকা ধান। বাদশাভোগ প্রজাতির দামি পাকা ধান মাঠেই পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়েছে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের। কৃষি দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসনের লাগাতার প্রচার সত্ত্বেও এই ধরনের ঘটনার পিছনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশাসনের নজরদারির অভাব ও কৃষকদের অসচেতনতাই দায়ী বলে মনে করছে স্থানীয় কৃষককূল।

দিন কয়েক আগে বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের শুখজোড়া গ্রাম লাগোয়া জমিতে ন্যাড়া পোড়ানোর সময় আগুনের ফুলকি গিয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী জমিতে গাদা করে রাখা ধানে। দাউদাউ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় কয়েক বিঘে জমির গাদা করে রাখা ধান। আগুন নেভাতে গিয়ে আহত হন এক কৃষক। এবার সেই একই ঘটনা ঘটল বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের সিহাস গ্রাম লাগোয়া জমিতে। জমি থেকে ধান ওঠার পর পরবর্তী মরসুমে আলু চাষের জন্য দ্রুত জমি তৈরীর উদ্দেশ্যে জমিতে পড়ে থাকা ধান গাছের অবশিষ্ঠাংশ বা নাড়ায় আগুন লাগিয়ে দেয় এক কৃষক। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে আশপাশের জমিতে। বাতাসের বেগ বেশি থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে পার্শ্ববর্তী মাঠে যেখানে বাদশাভোগ প্রজাতির পাকা ধান এখনো কাটা হয়নি। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রায় ৫ বিঘে জমিতে থাকা বেশ দামি ওই প্রজাতির ধান আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

পরে খবর পেয়ে স্থানীয় কৃষকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরাও। কিন্তু এত প্রচার এবং বারংবার দুর্ঘটনার পরেও কেন ন্যাড়া পোড়ানো থেকে বিরত করা যাচ্ছে না কৃষকদের? স্থানীয়দের একাংশের দাবি, চাষাবাদে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব এবং সচেতনার অভাবেই প্রথাগত ভাবে ন্যাড়া পুড়িয়ে চলেছেন এক শ্রেণির কৃষক। এজন্য কৃষি দপ্তরের নজরদারির অভাবকেও দায়ী করছেন কেউ কেউ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — इलाहाबाद ALLAHABAD

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]

জোনাল অফিস : বহরমপুর, পঞ্চাননতলা, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১, পব

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৩.১০.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা : নূরজাহান বেগম, স্বামী আবদুল আজিজ মন্ডল (সহ-ঋণগ্রহীতা)** গ্রাম - পাথরাদহ, পো- রূপদহ, থানা - ধুবুলিয়া, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৪০, **আর এন টেগোর কৃষ্ণনগর শাখা,** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৯,০১, ৪৭১.০০ টাকা (উনিশ লাখ এক হাজার চারশ একাত্তর টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আর এন টেগোর কৃষ্ণনগর শাখার** নিকট বকেয়া **১৯,০১,৪৭১.০০ টাকা (উনিশ লাখ এক হাজার চারশ একাত্তর টাকা)** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্দারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি -১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ মৌজা : চাপড়া, জেএল নং ৩৯, চাপড়া এডিএসআরও চাপড়া জিপি, খতিয়ান আরএস ২৫১, এলআর ১৯২১, এইচ এল আর ৪৭৫৭, প্লট নং ২৭৪,এলআর ৪০৯, চাপড়া, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১১৪০, পশ্চিমবঙ্গ , জমির এরিয়া ০৪ ডেসিমেল, শ্রেণি -ভিটা, উল্লেক্য স্বত্ব দলিল নং ৬৪৮৬ তারিখ ১৩.১২.২০১১, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআরও চাপড়া, **সম্পত্তি নূরজাহান বেগম,** স্বামী আবদিল আজিজ মন্ডল এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : নিজামুদ্দিন শেখ এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : আবদুল আজিজ মন্ডলের জমি, পূর্বে : হাবিবুর রহমান বিশ্বাসের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ।

তারিখ :০৬.১২.২০২৪ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কৃষ্ণনগর — **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

আদিবাসী তরুণীর হাত-পা বাঁধা অবস্থায় দেহ উদ্ধার, অভিযোগ গণধর্ষণ করে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নিখোঁজ আদিবাসী তরুণীর হাত, পা, মুখ বাঁধা দেহ উদ্ধার হল পুকুর থেকে। পরিবারের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে তরুণীকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার মেহেদী হোসেন রহমান জানিয়েছেন, পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত খুনের কারণ ও পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলা যাবে না। বেশ কিছু ক্লু পাওয়া গেছে। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। খামার বাড়িতে গোরুর খাবার দিয়ে আসি বলে অন্যদের সঙ্গে গিয়েছিল বাড়ি থেকে সামান্য দূরে নিজেদেরই খামার বাড়িতে। তারপর আর বাড়ি ফেরেনি। চার দিন নিখোঁজ থাকার পর শনিবার খামারবাড়ির পুকুর থেকে উদ্ধার হল তরুণীর হাত পা মুখ বাঁধা দেহ। দেহটি জলে ডুবিয়ে দেওয়ার জন্য কোমরে ইটও বাঁধা ছিল। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির ঘটিহারা এলাকায়। পরিবারের অভিযোগ, ওই কিশোরীকে গণধর্ষণ করার পর খুন করে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্দেশখালির ন্যাজাট থানার ঘটিহারা গ্রামে ওই তরুণীর বাড়ি। স্থানীয় একটি স্কুল থেকে গত বছর সে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছেন। আদিবাসী ওই তরুণীর বাবা নেই। মা ও বোনের সঙ্গে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত এক পরিবারে তাঁরা থাকেন। বাড়ির কাছেই ওই পরিবারের একটি খামার রয়েছে। ওই তরুণী ও তাঁর মা খামার দেখাশোনা করেন। ৪ ডিসেম্বর বিকেলে খামারে গোরুর খাবার দিতে যাচ্ছি বলে সে বাড়ি থেকে বের হন। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি। তরুণীর মা ন্যাজাট থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। তারপর পুলিশের পক্ষ থেকে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। কিন্তু ওই তরুণীর আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। শনিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা খামারবাড়ির পুকুরে একটি মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। দেহটি জল থেকে তোলার পর দেখা যায়, সেটি নিখোঁজ তরুণীর মৃতদেহ। মৃতদেহের হাত মুখ ও পা বাঁধা ছিল। পুলিশের অনুমান, আদিবাসী ওই তরুণীকে খুন করে জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পরিবারের লোকেদের অভিযোগ, ওই তরুণীকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তারপর দেহটি জলে ফেলে দেওয়া হয়। নিহত তরুণীর সম্পর্কিত মামা শুভাশিস মণ্ডল বলেন, ‘ও শান্ত প্রকৃতির মেয়ে ছিল। ধর্ষণ করার পর দুষ্কৃতীরা তাঁকে খুন করে হাত মুখ বেঁধে জলে ফেলে দিয়ে গিয়েছে। আমরা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’

বিএসএফকে জিরো পয়েন্টে কাঁটাতার দিতে বাধা বিজিবির
দু’দেশের ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বাংলাদেশে অশান্তির জেরে সীমান্ত সুরক্ষায় জোর দিচ্ছে বিএসএফ। ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তের খোলা অংশে কাঁটাতার দেওয়ার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। সে কারণে শনিবার সকালে স্বরূপনগরের সোনাই নদীর তীরে কাঁটাতার দিতে গেলে কাজে বাধা দেয় বিজিবি। ফলে দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে দু’দেশের মধ্যে ফ্ল্যাগ মিটিং এর সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর থানার বিথারিয়া হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাকিমপুর এলাকা উপর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত বরাবর বয়ে গিয়েছে সোনাই নদী। ওই নদীর বেশ কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ পথে কোনও কাঁটাতার নেই। বিএসএফের ১৪৩ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরা শনিবার সকালে নদী বরাবর জিরো পয়েন্টে কাঁটাতার দেওয়ার জন্য কাজ শুরু করেছিলেন। আমুদিয়া থেকে আরসিকাটি পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। সেই সময় বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী অর্থাৎ বিজিবি তাতে বাধা দেয়। তারপর বিএসএফ ও বিজিবির আধিকারিকদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। কাঁটাতার দেওয়ার সময় আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন মেনেই কাজ শুরু করলেও বিজিবি’র দাবি সীমান্ত আইন মানা হচ্ছে না। তারা দু’দেশের সীমান্ত নির্দেশক স্তম্ভ থেকে ১৫০ মিটার ভিতরে গিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কথা বলে। বিএসএফের পক্ষ থেকে বলা হয়, তারা আন্তর্জাতিক আইন মেনেই কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। দু’দেশের সীমান্তরক্ষী আধিকারিকদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ বাগবিতণ্ডা চলে। তারপর কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী ফ্ল্যাগ মিটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই মিটিংয়ে আন্তর্জাতিক সীমান্ত আইন নিয়ে দু’দেশের মধ্যে আলোচনা হবে। তারপর কাঁটাতারের বেড়ার কাজ শুরু হবে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের সম্প্রতিক অশান্তির ঘটনায় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী নজরদারি বাড়িয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বেশিরভাগ জায়গায় কাঁটাতার আর থাকলেও জলসীমান্তগুলো এখনও উন্মুক্ত রয়েছে। বসিরহাট মহকুমা স্বরূপনগর থেকে হিঙ্গলগঞ্জ থানার শামসেরনগর পর্যন্ত স্থলসীমান্ত রয়েছে ৪৫ কিলোমিটার। জলসীমান্ত রয়েছে ৫০ কিলোমিটার। সীমান্তরক্ষী বাহিনী জল ও স্থল দুই সীমান্তেই নজরদারি বাড়িয়েছে। সীমান্তের খোলা অংশে কাঁটাতার দেওয়ারও ভাবনাচিন্তা চলছে। সেই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসেবে সোনাই নদীর তীরে কাঁটাতার দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। বিজিবির বাধায় আপাতত তা স্থগিত হয়ে গেল।

মালদায় অনুষ্ঠিত হল সিনার্জি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: শিল্প সম্ভাবনাকে উৎসাহিত করতে মালদায় অনুষ্ঠিত হল সিনার্জি সম্মেলন। মালদা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এই তিন জেলার ব্যবসায়ী, শিল্পোদ্যোগী, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের উপস্থিতিতেই সিনার্জি সম্মেলনের মাধ্যমে ব্যবসা সংক্রান্ত নানান বিষয়ের সমস্যা ও নানা মতামত বিনিময় করা হয়। মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে সিনার্জি অ্যান্ড বিজনেস ফেসিলিটেশন কনক্লেভ সম্মেলনের উপস্থিত ছিলেন ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্রশিল্প দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, মন্ত্রী গোলাম রব্বানী, সাবিনা ইয়াসমিন, তাজমুল হোসেন, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সহ বিভিন্নস্তরের জনপ্রতিনিধি এবং শিল্পদোগীরা। ব্যবসায়ী ও শিল্পদ্যোগীদের সামনে শিল্পের অনুকূল পরিস্থিতি তুলে ধরা এবং বিনিয়োগের বার্তা দিতেই এই কনক্লেভের আয়োজন। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, এদিন বিভিন্ন বিনিয়োগকারীদের সামনে এই তিন জেলায় কোথায় কি রকম সুবিধে রয়েছে এবং রাজ্য সরকার শিল্পস্থাপনের জন্য কি ধরনের সহায়ক সহযোগিতার ব্যবসায়ীদের করতে পারে তা তুলে ধরা হয়। জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি একাধিকবার মালদা এসে নানান ধরনের শিল্প গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মালদায় মেগা কার্পেট ক্লাস্টার হয়েছে। সিল্ক পার্ক হয়েছে। খুব শীঘ্রই কালিয়াচকের সুজাপুরে প্লাস্টিকের ক্লাস্টার তৈরি হবে।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে সম্প্রতি জেলা লেভেল মনিটরিং কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটিতে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির একজন সদস্যকে এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আধিকারিকদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে শনিবার সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। স্মারক লিপির প্রতিনিধি দেওয়া হয়েছে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকেও। দুই মেদিনীপুর জেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী প্রকল্প ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে কেন্দ্র সরকার কোনও অর্থ বরাদ্দ না করায় রাজ্য সরকারই ওই প্রকল্প রূপায়ণ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে জন্য স্মারকলিপিতে মুখ্যমন্ত্রী ও সেচমন্ত্রীকে অভিনন্দনও জানানোর পাশাপাশি জেলা লেভেল মনিটরিং কমিটিতে সংগ্রাম কমিটির প্রতিনিধি এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আধিকারিকদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক জানান, স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, দুই মেদিনীপুর জেলার ১৩টি ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রণে প্রকল্প রূপায়ণের দাবিতে ১৯৯৬ সাল থেকে সংগ্রাম কমিটি লাগাতার আন্দোলন করছে। দিল্লিতে একাধিকবার কেন্দ্রীয় জলসম্পদমন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরে ডেপুটেশন-বিক্ষোভ কর্মসূচির মাধ্যমে দাবিগুলি তুলে ধরা হয়েছে। নারায়ণবাবু অভিযোগ করেন,২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর ৩০ অগস্ট এক স্মারকলিপি মারফত জলসম্পদভবনে দেখা করে মাস্টার প্ল্যান সংক্রান্ত কয়েকটি প্রস্তাব তুলে ধরেছিলাম। মাস্টার প্ল্যানের অন্তর্গত কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে ‘তদারকি কমিটি’ গঠন করতে হবে। কিন্তু এখন জানতে পারলাম, পশ্চিম মেদিনীপুরে ‘জেলা লেভেল মনিটরিং কমিটি’ গঠিত হয়েছে। কমিটিতে মানসবাবু সভাপতি হয়েছেন। কমিটিতে জেলার বিভিন্ন পদাধিকারী সহ জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন। কিন্তু আমাদের সংগ্রাম কমিটির কোনও প্রতিনিধিকে এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রশাসনিক কোনও আধিকারিককেও কমিটিতে রাখা হয়নি।

যেহেতু ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান একটি মেগা প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত, তাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলারও জেলাশাসক সহ কয়েকজন প্রতিনিধিকে ওই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন জানিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

মৌমাছির কামড়ে আক্রান্ত ২ জনকে সাহায্য সাংবাদিকের

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

সাংবাদিকের তৎপরতায় মৌমাছির কামড়ে আক্রান্ত এক নাবালক সহ প্রাণে বাঁচল এক ব্যক্তি। সাংবাদিকের তৎপরতায় মৌমাছির কামড়ে আক্রান্ত এক নাবালক সহ প্রাণে বাঁচল এক ব্যক্তি। ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের কুলটিকরী এলাকায় বাজার থেকে বাড়ি যাবার পথে মৌ মাছির কামড়ে গুরুতর আক্রান্ত হন দু’জন। জানা গেছে, সেই সময় খবরের কাজে ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলার বৈদ্যুতিক চ্যানেলের সাংবাদিক সুমন পণ্ডিত। তড়িঘড়ি সাংবাদিক সুমন পণ্ডিত স্থানীয় যুবকের সহায়তায় গুরুতর আহত অবস্থায় মৌমাছির কামরে আক্রান্তদের উদ্ধার করে সাঁকরাইলের কুলটিকরী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করেন। আহতদের নাম, জগদীশ মাহাতো (৪৫,) তার বাড়ি কেশিয়াড়ির বগলাডাঙা গ্রামে ও শুভঙ্কর শিং (১১), তার বাড়ি সাঁকরাইল ব্লকের আসনবনী গ্রামে। ওই নাবালক বাজার থেকে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল সেই সময় এই ঘটনা ঘটে। সেই সময় সাংবাদিক সুমন পণ্ডিত বিষয়টি দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদেরকে সঙ্গে নিয়ে মৌমাছির কামড়ে আক্রান্ত দু’জনকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং ওষুধ এনে দেন। বর্তমানে তারা দু’জনে সুস্থ রয়েছেন। এই ঘটনায় সাংবাদিক সুমন পণ্ডিতের ভূমিকা দেখে খুশি সাধারণ মানুষ।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে সাহায্য প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়াল বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসন। ভবিষ্যতেও পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকেরা। গত বৃহস্পতিবার রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত মালঞ্চা একমাইল গ্রামের বিপ্লব মাহাতোর বাড়ির দুটো ঘর আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। বর্তমানে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় রয়েছে পরিবারটি। বিষয়টি জানতে পেরেই বিপ্লব মাহাতোর পরিবারের পাশে দাড়ালেন প্রশাসনের লোকেরা। শনিবার বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, বালুরঘাট ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুশান্ত প্রামানিকরা বাড়িতে যান। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে বস্ত্র, ত্রিপল, খাবার ও বাসনপত্র তুলে দেন তাঁরা। এবিষয়ে অরূপ সরকার জানেন, আমি পুরো বিষয়টি আগে দেখে গিয়েছিলাম। সরকারি কিছু সাহায্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হল।’

মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সব আসনে জিতল তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সব আসনে জিতল তৃণমূল। বিরোধীরা কোনও মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি। তাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল তৃণমূল কংগ্রেস। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত মাদ্রাসাটির নাম আরব বাদকানাই হাই মাদ্রাসা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের মধ্যে এক জন মহিলা ও ৫ জন পুরুষ। শনিবার ছিল মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন। অন্য কেউ মনোনয়ন পত্র দাখিল না করায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ছয় জন প্রার্থী। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী প্রার্থীরা হলেন বিলকিস খাতুন, আব্দুল সাত্তার মণ্ডল, রাশেদ সরকার, হাবিবুর রহমান, আবু কালাম মণ্ডল, মোফাজ্জল হোসেন। এবিষয়ে কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তোরাফ হোসেন মণ্ডল জানান, এই জয় একশো শতাংশ তৃণমূল দলের জয়। নতুন কমিটি আগামীদিনে পঠনপাঠন ও অন্যান্য সার্বিক উন্নয়নের কাজ করবে।

চন্দ্রকোনায় মাধ্যমিকের টেস্ট পেপার বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ’র উদ্যোগে শনিবার চন্দ্রকোনা রোডে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে টেস্ট পেপার দেওয়া হয়েছে। নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির চন্দ্রকোনা রোড আঞ্চলিক শাখার আয়োজনে সেখানকার বালিকা বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে এরকম দোস্তি বিদ্যালয়ের ৪৫ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের টেষ্ট পেপার্স দেওয়া হয়। আঞ্চলিক শাখার সাম্পাদক উত্তম মান্না জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে ১৯৩৭ সাল থেকে এই টেষ্ট পেপার্স প্রকাশিত হচ্ছে। এবিটিএ’র টেস্ট পেপার এবছর ৮৭ তম বর্ষে পা রাখল। এবারও মধ্য শিক্ষা পর্ষদের লেটেস্ট সিলেবাস ও প্রশ্নের বিন্যাস অনুযায়ী সমিতির অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা মণ্ডলী কর্তৃক রচনা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য রাখেন ডাবচা নবকোলা হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সন্দীপ মুখার্জী।

বীরেশ্বরপুরে তৃণমূল কর্মীকে কুপিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: শুক্রবার রাতে হাওড়ার উলুবেড়িয়া থানা এলাকার বীরেশ্বরপুরে এক তৃণমূল কর্মীকে ঘিরে ধরে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম সমীরণ পণ্ডিত। বয়স ৫৫। জানা গিয়েছে, সমীরণ বাবুর স্ত্রী তপনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাই বিকাশ পণ্ডিতের জমি সংক্রান্ত বিষয়ে অশান্তি চলছিল। শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ সমীরণ বাবু বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময়ে অতর্কিতে বিকাশ ও তার দলবল রড, লাঠি, তরোয়াল নিয়ে তাকে এলোপাথাড়ি ভাবে মারে। সমীরণবাবুর চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে এলে তারা পালায়। এরপর এলাকার লোকজন ছুটে এসে সমীরণবাবুকে উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে পাঠায়। রাতে তাকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়।

চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা, প্রতারক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আপার প্রাইমারিতে চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কম্পিউটার অপারেটর। ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ধৃতের নাম পবিত্র মণ্ডল, বাড়ি উত্তর ২৪ পরগণার গোবরডাঙায়। চাকরি দেওয়ার নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগে তাকে চাঁদপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে গ্রেপ্তার করে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। এর বিরুদ্ধে স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া সহ একাধিক এলাকার চাকরি প্রার্থীদের কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল।

খানাকুলের বন্যা বিধ্বস্ত শশাখালিতে স্লুইসগেট, ব্রিজ ও পর্যটনে ১৪ কোটি ব্যয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় ভয়ংকর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরামবাগ মহকুমা। বিশেষ করে খানাকুলের শশাখালি, ধান্যঘোরী, ঘোড়াদহ, নন্দনপুর, বন্দর, ঠাকুরানিচক সহ বিস্তৃর্ণ এলাকা বন্যার জলে প্লাবিত হয়। বন্যা বিধ্বস্ত এলাকার নদীবাঁধ সংস্কার থেকে শুরু করে স্লুইসগেট গেট তৈরি, পাকার সেতু নির্মাণ, স্টিল ব্রিজ তৈরি করার কাজ শুরু করল সেচ দপ্তর। প্রায় ১৪ কোটি টাকার কাজ হবে জানা যায়। সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে খানাকুলের অরোরা খাল সংস্কার করার পাশাপাশি শশাখালি স্লুইসগেট তৈরি এবং ব্রিজ সহ পর্যটন কেন্দ্র তৈরি। সেই সঙ্গে নন্দনপুর রথতলা থেকে ধান্যঘোরী ঘোড়াদহ যাওয়ার একমাত্র রাস্তার ওপর ব্রিজ নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে। সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শশাখালি এলাকার স্লুইস গেট তৈরি না হওয়ায় সমস্যায় পড়তে হত এলাকার চাষিদের। তাছাড়া বন্যার সময় গোটা এলাকা প্লাবিত হয়। তাই খানাকুলে শশাখালি এলাকায় অরোরা খালের ওপর সেতু সহ স্লুইসগেট তৈরির কাজ দ্রুত শুরু করে সেচ দপ্তর। প্রায় ৬.৮৮ কোটি টাকা এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এই সেতু জগৎপুর ও ধান্যগোরী পঞ্চায়েত এলাকাকে যুক্ত করবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার যাতায়াতের উন্নতির সঙ্গে খানাকুলের দু’টি ব্লকের বহু চাষি উপকৃত হবেন। আরামবাগ মহকুমার সমস্ত জমা জল বিভিন্ন খাল বেয়ে খানাকুলে অরোরা খাল হয়ে রূপনারায়ণ নদে পড়ে। আরামবাগ মাস্টার প্ল্যানের প্রথম দফায় অরোরা খালের উপরের দিকে ৪ কিলোমিটার সংস্কার হয়েছে। বাকি ১২ কিমি সংস্কারের কাজ দ্রুত শুরু করা হবে বলে জানা যায়। বর্ষায় জলের তোড়ে খালের উপর বাঁশের সেতুটি প্রতিবছর ভেঙে যায়। এতে ধান্যঘোরী পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন। খানাকুলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও বাজার এলাকা তাঁদের ঘুরপথে আসতে হয়। সেতু তৈরি হলে এলাকার মানুষের যাতায়াতের দীর্ঘদিনের সমস্যা মিটবে। স্লুইস গেট তৈরি হলে রূপনারায়ণ নদের জোয়ারের জল আটকে রেখে বরো চাষের কাজে ব্যবহার করা যাবে। খানাকুলের চাষিদের প্রতিবছর বরো চাষের জলের জন্য চিন্তা করতে হবে না। আরামবাগ মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক দীনবন্ধু ঘোষ বলেন, শশাখালির অরোরা খালের ওপর সেতু সহ স্লুইস গেট তৈরি হবে। প্রকল্পের জন্য ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যটন কেন্দ্রও তৈরি করা হবে। ধান্যঘোরী পঞ্চায়েতের কাকনান এলাকার এক চাষি ঝন্টু সামান্ত বলেন, আমাদের বহুদিনের দাবি ছিল অরোরা খালের উপর স্লুইস গেট তৈরি করার। গ্রীষ্মের সময় চাষের কাজে জলের সমস্যা হয়। বাড়তি অর্থ দিয়ে জল কিনতে হয়। স্লুইস গেট তৈরির কাজ শুরু হওয়ায় আমরা খুশি। এর ফলে রূপনারায়ণের জোয়ারের জল আমরা ব্যবহার করতে পারব। ব্রিজ ও স্লুইস গেট তৈরি করার সঙ্গে অরোরা খাল ও রূপনারায়ণ নদীর পাড় বাঁধিয়ে পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করা হবে। যা এলাকার সৌন্দর্য্য একেবারে পাল্টে যাবে।

হেডের সেঞ্চুরির পর অস্ট্রেলিয়ান পেসারদের তোপ, বেকায়দায় ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: অ্যাডিলেড ওভালে দ্বিতীয় দিন শেষে তাহলে বড় প্রশ্ন এটাই। ঋষভ পন্ত বা নীতীশ রেড্ডির মধ্যে কেউ ট্রাভিস হেড হতে পারবেন?

শেষ বিকেলে মিচেল স্টার্কের বলে শুবমান গিলের মাঝের স্টাম্প উড়ে যাওয়া, কিংবা এর আগে স্কট বোলান্ডের শিকার হয়ে বিরাট কোহলির ফেরা অথবা প্যাট কামিন্সের বলে রোহিত শর্মার অফ স্টাম্প নড়ে যাওয়া দেখার পর ভারতীয় সমর্থকেরা মনে হয় না খুব বেশি আশাবাদী হবেন।

আবার হতেও পারেন। অস্ট্রেলিয়ান পেসত্রয়ীর এই ধ্বংসযজ্ঞের মাঝেও তো পন্ত খেলছেন পন্তের মতো, সাহসের সঙ্গে তাঁকে সঙ্গ দিচ্ছেন রেড্ডি। ভারতকে এই টেস্টে হার থেকে বাঁচাতে হলে এই দুজনেরই অথবা অন্তত একজনের ট্রাভিস হেড হওয়া ছাড়া খুব বেশি উপায় নেই আসলে।

ওহ, হেড কী করেছেন সেটাই তো বলা হয়নি। অ্যাডিলেডের দর্শকেরা তো বটেই, ক্রিকেটপ্রেমী কারও অবশ্য এতক্ষণে সেটা আর অজানা থাকার কথা না। আজ সকালে যখন অ্যাডিলেডের ঘরের ছেলে হেড ব্যাট করতে নামেন, ভারতের ১৮০ রানের জবাব দিতে নামা অস্ট্রেলিয়া তখন ৩ উইকেটে

১০৩। সিরাজের লো ফুলটসে বোল্ড হয়ে যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন তাঁর নামের পাশে ১৪১ বলে ১৪০ রান। ১৭টি চারের সঙ্গে ৪টি ছক্কা। অস্ট্রেলিয়ার স্কোর ৭ উইকেটে ৩১০। সেখান থেকে আরও ২৭ রান যোগ করে অস্ট্রেলিয়া যখন থামে, ১৫৭ রানের লিড হয়ে গেছে স্বাগতিকদের। বড় ব্যবধানে পিছিয়ে থাকার এই চাপের সঙ্গে স্টার্ক-কামিন্স-বোলান্ডদের আগুনে বোলিং ভারতকে দ্বিতীয় ইনিংসেও একেবারে নড়বড়ে করে দিয়েছে। ১২৮ রানে ৫ উইকেট হারানো রোহিত শর্মার দলের ইনিংস হার এড়াতে আরও দরকার ২৯ রান।

অ্যাডিলেডে হেডের এমন দুর্দান্ত ব্যাটিং অবশ্য এখন বেশ চেনা দৃশ্যই হয়ে গেছে। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ান এই ক্রিকেটারের জন্ম এই শহরে, এই মাঠে খেলেই তিনি হেড হয়েছেন। বিগ ব্যাশেও তাঁর দল অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স। তিন সংস্করণেই এই মাঠে তাঁর দুর্দান্ত পরিসংখ্যান। এ নিয়ে এখানে ৭ টেস্টে ৯টি ইনিংস খেলে হেড করেছেন ৬৩৪ রান। ক্যারিয়ার গড় ৪৩.২০ হলেও অ্যাডিলেডে সেটা ৭৯.২৫! টেস্ট ক্যারিয়ারে তাঁর ৮ সেঞ্চুরির ৩টিই এই মাঠে, ক্যারিয়ার সেরা ১৭৫ রানের ইনিংসটিও খেলেছেন নিজের এই প্রিয় মাঠে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে।

সেই অ্যাডিলেডে হেড আবারও পেয়েছেন ভারতকে। যাদের বিপক্ষে বড় মঞ্চে বড় কিছু করাটা তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে বলা যায়। লন্ডনে সর্বশেষ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল এবং আহমেদাবাদে সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনাল;দুটিতেই অস্ট্রেলিয়ার প্রতিপক্ষ ছিল ভারত, দুটিতেই ম্যাচসেরা হেড। লন্ডনে খেলেছিলেন ১৬৩ রানের ইনিংস, আহমেদাবাদে ১৩৭ রানের।

সেই ভারতের বিপক্ষে আরও একটা সেঞ্চুরি করে ভারতের ম্যাচে ফেরার কাজটা অনেকটাই কঠিন করে দিয়েছেন হেড। যে কারণেই হয়তো তাঁকে আউট করে একটু রাগ দেখিয়েছেন মোহাম্মদ সিরাজ, হেডকে দেখিয়ে দিয়েছেন ড্রেসিংরুমের পথও। ওই দৃশ্যটা দেখে অবশ্য সিরাজেরই সমালোচনা করেছেন কিংবদন্তি ভারতীয় ব্যাটসম্যান ও এই টেস্টের ধারাভাষ্যকার সুনীল গাভাস্কার, 'সে (হেড) ১৪০ রান করেছে। যদি ১/২ রান করে আউট হয়ে যেত আর তাকে ড্রেসিংরুমের পথ দেখিয়ে দেওয়া হতো, সেটা অন্য ব্যাপার হতো। সে এখানকার (অ্যাডিলেডের) ছেলে, এখানকার তারকা। ওর সঙ্গে এই আচরণ করে সিরাজ দর্শকদের কাছে ভিলেনই হয়ে গেছে। বরং সে (সিরাজ) যদি সেঞ্চুরিটার জন্য তালি দিত, সবাই প্রশংসা করত।'

সিরাজ প্রশংসা নিতে না পারলেও হেড প্রশংসায় ভাসছেন। আজকের ইনিংসটা অবশ্য আরও একটি কারণে বিশেষ তাঁর কাছে। এদিন যে প্রথমবার মাঠে এসে বাবার খেলা দেখেছে হেডের ছেলে হ্যারিসন। গত মাসেই জন্ম নেওয়া হ্যারিসনকে কোলে নিয়ে গ্যালারিতে বসে ছিলেন হেডের স্ত্রী জেসিকা। সেঞ্চুরিটা হয়ে যাওয়ার পর জেসিকাই দিলেন আরও একটা তথ্য, 'দুই বছর আগে আমাদের প্রথম সন্তান মিলা জন্ম নেওয়ার পর ওকে নিয়ে যখন প্রথম মাঠে যাই, সেই ম্যাচেই সেঞ্চুরি করেছিল সে (হেড)। আজ হ্যারিসনও প্রথম মাঠে এল, আজও সেঞ্চুরি।'

বাবার জন্য দুই সন্তানই কী সৌভাগ্যই না বয়ে নিয়ে এসেছেন!

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত ১৮০ ও ২৪ ওভারে ১২৮/৫ (গিল ২৮, পন্ত ২৮*, রেড্ডি ১৫; কামিন্স ২/৩৩, বোলান্ড ২/৩৯, স্টার্ক ১/৪৯)।

অস্ট্রেলিয়া ১ম ইনিংস ৮৭.৩ ওভারে ৩৩৭ (হেড ১৪০, লাবুশেন ৬৪, ম্যাকসুয়েনি ৩৯; বুমরা ৪/৬১, সিরাজ ৪/৯৮)।

ঘণ্টায় ১৮১.৬ কিলোমিটারে বোলিং, 'ডিএসপি সিরাজকে স্পিডমিটারও ভয় পেয়েছে'

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ সিরাজ একজন ডিএসপিও। তেলেঙ্গানা রাজ্য পুলিশের ডিএসপির দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন গত অক্টোবরে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কাল থেকেই সিরাজের আরেকটি পরিচয় নিয়ে কথা হচ্ছে।

না, এ মুহূর্তে পুলিশি কার্যক্রমে তাঁর আলোচনায় আসার কোনো সুযোগ নেই। সিরাজ এখন খেলছেন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অ্যাডিলেড টেস্ট। তাহলে ডিএসপি সিরাজ নিয়ে আলোচনা কেন? সেটি অ্যাডিলেড টেস্টে স্পিডমিটার ভুল করায়।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে সিরাজের করা ২৫তম ওভারের পঞ্চম বলে কাট করে চার মারেন মারনাস লাবুশেন। এই বলটির গতি স্পিডমিটারে দেখা যায় ঘণ্টায় ১৮১.৬ কিলোমিটার!

আসলে সেটা প্রযুক্তিগত ভুল, সম্প্রচারকেরা এই ভুল দ্রুত সংশোধনও করেন। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সেই ভুলের স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। সিরাজ বেশ জোরেই বোলিং করেন। তবে সেটা মোটেই ঘণ্টায় ১৫০ কিমি ছোঁয়ার মতো নয়, ১৪০ কিমির আশপাশেই বোলিং করেন, আর কোথায় ১৮১! মজা করে অনেকেই

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, 'ডিএসপি সিরাজকে স্পিডমিটারও ভয় পেয়েছে।'

সিরাজের পুলিশের পোশাক পরা ছবিও অনেকে পোস্ট করেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। লিখে ছেন, 'একমাত্র ডিএসপি সিরাজই এত জোরে বোলিং করতে পারেন।' কেউ কেউ আবার পাকিস্তান কিংবদন্তি শোয়েব আখতারের কথাও মনে করেছেন।

শোয়েবের কথা এসেছে প্রাসঙ্গিকভাবেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি গতিতে বোলিংয়ের রেকর্ড সাবেক এই পাকিস্তানি পেসারের। ২০০৩ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ঘণ্টায় ১৬১.৩ কিলোমিটার গতিতে বল করেন শোয়েব। অর্থাৎ ঘণ্টায় ১০০.২ মাইল গতিতে বলটি করেছিলেন শোয়েব।

সর্বোচ্চ গতিতে বোলিং করার কীর্তিতে শোয়েবের পরে আছেন চারজন অস্ট্রেলিয়ান। ব্রেট লি ও শন টেইট দুজনেই বোলিং করেছেন ঘণ্টায় ১৬১.১ কিলোমিটার গতিতে। এরপর এই তালিকায় আছেন অস্ট্রেলিয়ার আরও দুজন কিংবদন্তি জেফ থমসন ও মিচেল স্টার্ক।

থমসন সর্বোচ্চ ১৬০.৬ কিলোমিটার গতিতে বোলিং করেছেন। স্টার্ক করেছেন ১৬০.৪ কিলোমিটার গতিতে। শীর্ষ এই পাঁচ বোলারের মধ্যে শুধু স্টার্কই এখনো খেলছেন। যদিও নিজের সেরা ১৬০.৪ কিলোমিটার গতিও তিনি আর ছুঁতে পারবেন কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কারণ, স্টার্ক এখন বোলিং করেন ঘণ্টায় ১৪৫ কিলোমিটার গতির আশপাশে।

স্পিডমিটারের ভুল নতুন কিছু নয়। ২০২১ সালে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ম্যাচে তো পাকিস্তানি পেসার হাসান আলীর গতি স্পিডগানে দেখিয়েছিল ঘণ্টায় ২১৯ কিলোমিটার! সিরাজের বেলায় তবু ২০০,এর নিচে ছিল!

ঝড়ের কারণে স্থগিত এভারটন, লিভারপুল দ্বৈরথ

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রিমিয়ার লিগে মার্সিসাইড ডার্বিতে আজ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল লিভারপুল ও এভারটনের। নিজেদের মাঠ গুডিসন পার্কে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিভারপুলকে আতিথ্য দেওয়ার প্রস্তুতিও সেরে রেখেছিল এভারটন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে স্থগিত করা হয়েছে ম্যাচটি। লিভারপুল ও এভারটন দুই ক্লাবই ম্যাচ স্থগিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে এভারটন জানিয়েছে, আজ গুডিসন পার্কে বিরূপ আবহাওয়ার কারণে মার্সিসাইড ডার্বির ম্যাচটি স্থগিত করা হয়েছে। লিভারপুল জানিয়েছে, 'আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে আজ গুডিসন পার্কে এভারটনের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি স্থগিত করা হয়েছে।'

আবহাওয়া দপ্তরের বরাত দিয়ে একাধিক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ডারা ঝড়ের প্রভাবে মার্সিসাইড এবং তার আশপাশের অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৯০ কিলোমিটারের পৌঁছতে পারে।

যে কারণে এলাকাটি এখন ব্যাপকভাবে নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে আছে। এরই মধ্যে নির্ধারিত বেশ কিছু খেলাও বাতিল করা হয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের বরাত দিয়ে একাধিক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ডারা ঝড়ের প্রভাবে মার্সিসাইড এবং তার আশপাশের অঞ্চলে বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৯০ কিলোমিটারের পৌঁছতে পারে।

যে কারণে এলাকাটি এখন ব্যাপকভাবে নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে আছে। এরই মধ্যে নির্ধারিত বেশ কিছু খেলাও বাতিল করা হয়েছে।

প্রিমিয়ার লিগে আপাতত ১৪ ম্যাচে ১১ জয় ২ ড্র ও ১ হারে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। সমান ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে চেলসি। আর্সেনালের পয়েন্টও ২৮। তবে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে আছে তারা। লিভারপুলের নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী এভারটন ১৪ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত ১৫ নম্বরে।

আর্যবীরের পর বেদান্ত, এ বার নজর কাড়ল সহবাগের ছোট ছেলেও

নিজস্ব প্রতিনিধি: কয়েক দিন আগে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিল আর্যবীর সহবাগ। বাবা বীরেন্দ্র সহবাগের মতোই আগ্রাসী ব্যাটিং করে নজর কেড়েছিল ১৭ বছরের কিশোর। কোচ বিহার ট্রফিতে ২৯৭ রানের ইনিংস খেলেছিল সে।

এ বার নজর কাড়ল সহবাগের ছোট ছেলে বেদান্ত। তবে বাবা-দাদার মতো ব্যাট হাতে নয়। বেদান্তের কৃতিত্ব বল হাতে। অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে ৪ উইকেট নিল ১৪ বছরের বেদান্ত। পঞ্জাব অবশ্য দিল্লির বিরুদ্ধে ৪৬৯ রান তুলল প্রথম ইনিংসে। দিল্লির সফলতম বোলার অফ স্পিনার বেদান্তই। প্রথম উইকেটের জুটিতে পঞ্জাবের হয়ে ১৬৩ রান করে গুরসিমরন সিংহ (১৯৬) এবং আদভিক সিংহ (৯০)। আদভিককে আউট করে দলকে প্রথম উইকেট দেয় বেদান্ত। গুরসিমরনকেও আউট করে সে। পরে তার বলে আউট হয়েছে অরবিন্দ সিংহ (৫৬) এবং আর এক ব্যাটার। ৪০ ওভার বল করে ১০ ওভার মেডেন পেয়েছে বেদান্ত। ১৪০ রান খরচ করে নিয়েছে ৪ উইকেট। তার ১৭৮টি বলে কোনও রান নিতে পারেনি পঞ্জাবের ব্যাটারেরা। বেদান্ত ছাড়া বল হাতে সাফল্য পেয়েছে দিল্লির আর এক বোলার প্রিন্স মিশ্র। ৯৭ রানে ৪ উইকেট নিয়েছে সে।

এ বার নজর কাড়ল সহবাগের ছোট ছেলে বেদান্ত। তবে বাবা-দাদার মতো ব্যাট হাতে নয়। বেদান্তের কৃতিত্ব বল হাতে। অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে ৪ উইকেট নিল ১৪ বছরের বেদান্ত। পঞ্জাব অবশ্য দিল্লির বিরুদ্ধে ৪৬৯ রান তুলল প্রথম ইনিংসে। দিল্লির সফলতম বোলার অফ স্পিনার বেদান্তই। প্রথম উইকেটের জুটিতে পঞ্জাবের হয়ে ১৬৩ রান করে গুরসিমরন সিংহ (১৯৬) এবং আদভিক সিংহ (৯০)। আদভিককে আউট করে দলকে প্রথম উইকেট দেয় বেদান্ত। গুরসিমরনকেও আউট করে সে। পরে তার বলে আউট হয়েছে অরবিন্দ সিংহ (৫৬) এবং আর এক ব্যাটার। ৪০ ওভার বল করে ১০ ওভার মেডেন পেয়েছে বেদান্ত। ১৪০ রান খরচ করে নিয়েছে ৪ উইকেট। তার ১৭৮টি বলে কোনও রান নিতে পারেনি পঞ্জাবের ব্যাটারেরা। বেদান্ত ছাড়া বল হাতে সাফল্য পেয়েছে দিল্লির আর এক বোলার প্রিন্স মিশ্র। ৯৭ রানে ৪ উইকেট নিয়েছে সে।

একদিন

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

স্বর্ণমন্দিরে হামলাকারীকে 'রাষ্ট্রের রত্ন' বলে অভিহিত মন্ত্রীর! বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ৭ ডিসেম্বর: স্বর্ণমন্দিরে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্ত খলিস্তানি জঙ্গির পাশে খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী! অভিযুক্ত নারায়ণ সিং চৌরাকে সম্মান জানানো উচিত বলে দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টুর। এমনকি অভিযুক্তকে 'রাষ্ট্রের রত্ন' বলে অভিহিত করেন তিনি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এহেন মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই বিতর্ক চরম আকার নিয়েছে।

গত বুধবার সকালে অমৃতসরের পবিত্র স্বর্ণমন্দিরে শিরোমণি অকালি দলের নেতা ও পঞ্জাবের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী সুখবীর সিং বাদলের উপরে গুলি চালান এক বৃদ্ধ। ৬৮ বছরের ওই বৃদ্ধকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জানা যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাক্তন খলিস্তানি জঙ্গি। এই ঘটনায় শোরগোল শুরু হতেই আততায়ীর পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, 'এই হামলার ঘটনা নিন্দনীয় ঠিকই, তবে সম্প্রতি শিখদের প্রবিত্র ধর্মগ্রন্থ গুরু গ্রন্থ সাহিবকে অপমান করেছেন সুখবীর। এবং নিজ মুখে তিনি তা স্বীকারও করেছেন। এই ঘটনার জেরেই ঝোঁকের বসে এই হামলা চালিয়েছেন নারায়ণ। যে গুলি সুখ বীরের গায়ে না লেগে দেওয়ালে লেগেছে। উনি জঙ্গি নন।'

এর পরই নারায়ণ সিংকে সম্মান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'উনি

রাষ্ট্রের রত্ন, ওনার ছবি অকাল তখ্ত সাহিব মিউজিয়ামে রাখা উচিত। যেভাবে বেওন্ত সিংয়ের হত্যাকারীকে বিক্রম সিং মাজিঠিয়া আলিঙ্গন করেছিলেন সেভাবে নারায়ণ সিংকেও সম্মান করা উচিত।' এর পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে যাতে কোনও মামলা রুজু না হয় তার জন্য আবেদনও জানান রবনীত। বলেন, 'নিজের ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার জায়গা থেকে গুলি চালিয়েছে নারায়ণ। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কোনও মামলা দায়ের করা ঠিক নয়। এই ঘটনায় সন্ত্রাসবাদের কোনও যোগ নেই।'

সিরিয়া ছাড়ার বার্তা মোদি সরকারের

দামাস্কাস, ৭ ডিসেম্বর: ফের সতর্কবার্তা বিদেশ মন্ত্রকের। ইউক্রেন, ইজরায়েলের পরে এবার সিরিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা। পশ্চিম এশিয়ার ওই গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকদের জন্য শুক্রবার মধ্যরাতে নির্দেশিকা জারি করেছে সাউথ ব্লক। সেখানে 'প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরোনো', 'সাবধানে চলাফেরা করা' এবং 'নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা'র কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে সুযোগ থাকলে সিরিয়া ছাড়ার বার্তাও দিয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার।

গৃহযুদ্ধের আবহে সেখানকার ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চিন্তিত ভারত সরকার। গত এক সপ্তাহের যুদ্ধে সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আলেপ্পো এবং সামরিক কৌশলগত অবস্থানের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জনপদ হামলা করে

দখল করে নিয়েছে দুই বিদ্রোহী সশস্ত্র গোষ্ঠী 'হায়াত তাহরির আল-শাম' (এইচটিএস) এবং তাদের সহযোগী 'জইশ আল-ইজ্জা'র যৌথবাহিনী। দুই মিত্র দেশ রাশিয়া এবং ইরানের সাহায্য সত্ত্বেও ক্রমাগত পিছু হটছে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের অনুগত সেনা। এই পরিস্থিতিতে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বিবৃতিতে বলেছেন, 'পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সমস্ত ভারতীয় নাগরিককে সিরিয়া ভ্রমণ এড়াতে বলা হচ্ছে। সেই সঙ্গে তাঁর পরামর্শ যাঁদের পক্ষে সম্ভব, তাঁরা দ্রুত সিরিয়া ছেড়ে ফিরে আসুন।'

বস্তারে লিফলেট ছাপিয়ে বাড়ি ঢুকে মহিলাকে খুন

রায়পুর, ৭ ডিসেম্বর: ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে বাড়িতে ঢুকে এক মহিলাকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল মাওবাদীদের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে বাসগুড়া থানার অন্তর্গত তিমাপুর গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে।

খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ঘরের মধ্যে থেকে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় তারা। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, রাতে আচমকাই কয়েক জন মাওবাদী লক্ষ্মী পদম নামে এক মহিলার বাড়িতে ঢুকে পড়েন। তার পর পরিবারের সকলের সামনেই তাঁকে শ্বাসরোধ করে খুন করেন। মৃতা মহিলা অঙ্গনওয়াড়িতে কাজ করতেন। খুনের পর দেহ বাড়ির

কাছে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যান মাওবাদীরা।

প্রাথমিক অনুমান, মৃতাকে পুলিশের 'চর' হিসাবে সন্দেহ করেছিলেন মাওবাদীরা। সেই সন্দেহ থেকেই শুক্রবার রাতে তাঁর বাড়িতে এসে লক্ষ্মীকে খুন করা হয়। দেহের পাশ থেকে একটি লিফলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেই কাগজে লক্ষ্মীকে পুলিশের গুপ্তচর বলে উল্লেখ করা ছিল বলেই সূত্রের খবর। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মাওবাদীদের খোঁজে বস্তারের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। চলতি বছরে এই নিয়ে শুধু বস্তার ডিভিশনেই ৬০ জন খুন হয়েছেন মাওবাদীদের হাতে।

প্রসঙ্গত, মাওবাদী উপদ্রুত বস্তারের বিভিন্ন জেলার লোকসভা ভোটের পর থেকেই যৌথ বাহিনীর মাওবাদী দমন অভিযান শুরু হয়েছে। সমান্তরাল ভাবে পিএলজিএ যোদ্ধারাও কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের বিরুদ্ধে 'ট্যাকটিক্যাল কাউন্টার অফেন্সিভ ক্যাম্পেন' (টিসিওসি) চালিয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই দু'তরফের সংঘর্ষে বেশ কিছু প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে বিজাপুর, কাঁকের, দান্তেওয়াড়া, নারায়ণপুরের মতো জেলাগুলিতে। তবে তার মধ্যেই পুলিশের চর সন্দেহে একের পর এক খুন করার অভিযোগ উঠছে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে।

নতুনভাবে ৫ বছর পর খুলল প্যারিসের নোতর দাম গির্জা

প্যারিস, ৭ ডিসেম্বর: সাড়ে পাঁচ বছর আগের সেই দিনের দৃশ্যটা এখনও মন থেকে মুছে যায়নি। আগুনের লেলিহান শিখার গ্রাসে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে ফরাসি স্থাপত্যের গর্ব, ভেঙে ভেঙে পড়ছে গথিক থামগুলি, ধ্বংসের পথে ঐতিহ্য। ২০১৯ সালের এপ্রিলের প্যারিসের বিখ্যাত নোতর দাম গির্জার অগ্নিকাণ্ড এভাবেই কার্যত মুছে দিয়েছিল বহু শতাধী প্রাচীন এক গগনচুম্বী ইমারতকে। পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছিল নোতর দামের বৃহদাংশ। তবে সময়ের চাকা ঘুরেছে এখন। ২০২৪ সালের ক্রিসমাসের আগেই সুখবর শোনাল ফ্রান্সের ম্যাক্রোঁ সরকার। ডিসেম্বরের ৭ নতুন রূপে খুলে গেল নোতর দাম গির্জার

দরজা। বড়দিনের প্রার্থনায় আবার মুখরিত হয়ে উঠবে সুবিশাল ঘর, প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে যাবে সুউচ্চ গম্বুজে।

শুক্রবার রাতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছেন, নোতর দামের পুনর্জন্ম হল। জানা গিয়েছে, ৭ ডিসেম্বর, শনিবার ভারতীয় সময় ঠিক রাত সাড়ে ১১টায় খুলে গেল নোতর দাম গির্জার দরজা। দর্শকরা গির্জায় প্রবেশ করতে পারবেন আবার আগের মতোই। নতুন করে লেখা হবে ফরাসি দেশের ঐতিহ্যের ইতিহাস। অগ্নিকাণ্ডের পর ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ দৃঢ়কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, আমরা আবার নোতর দাম গড়ে তুলব। পুনর্নির্মাণের জন্য তহবিলও খোলা হয়েছিল। তবে অগ্নিগ্রাসে চলে যাওয়া স্থাপত্য দেখে যতটা আবেগে ভেসে গিয়েছিলেন ফরাসিরা, ততটা হাত খোলেননি। খুব বেশি অর্থ সংগ্রহ হয়নি। জানা যাচ্ছে, ঐতিহ্যের শিল্পের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে এটি সম্ভব করে তুলেছেন ফ্রান্সের ইঞ্জিনিয়াররা। জঙ্গল থেকে ওক গাছের কাঠ সংগ্রহ করে আগেকার নকশায় ছাদ তৈরি হয়েছে। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে খোলামেলা ঘর ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থায়।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপ্রবাহ

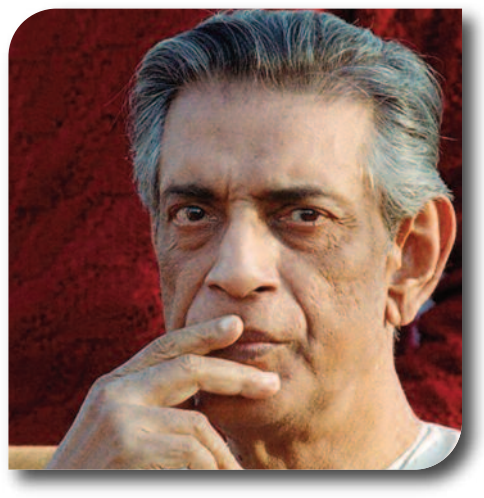

রায় রেনোয়া রেনেসাঁ

ড. ঋতব্রত ভট্টাচার্য

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং নৃতত্ত্ববিদ ক্লদ লেভি-স্ট্রোস তাঁর লেখাতে এক জায়গায় যা বলেছেন তা বাংলা তর্জমা করলে অনেকটা দাঁড়ায় এরকমই যে: 'সংস্কৃতি সংজ্ঞায়িত করে না কোনও জনগোষ্ঠীকে বরং মানুষ তা করে। কোন জনগোষ্ঠীর মানুষ সমষ্টিগত ভাবে তার সংস্কৃতিকে সংজ্ঞায়িত করে'। মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে আমরা প্রায়শই এই ধরনের উদ্যোগ দেখি। যেমন ধরুন ফরাসি দেশের ভিক্তর উগোর নাটক 'এরনানি '(Hernani) একটা নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জন্ম দিল যাকে আমরা বলি রোমঁন্তিক বা রোমান্টিসিজম। এসব যদি সত্যি হয় তাহলে এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, সত্যজিৎ রায়ের কাজ অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টিকর্মের এবং তাঁর সময়ে বাঙালি এবং বাংলা সংস্কৃতির জগতে এক নবজাগরণের সাক্ষ্য।

ঐতিহাসিক ভাবেই রেনেসাঁ অর্থাৎ নবজাগরণ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে যতটা না বেশি সাংস্কৃতিক তার থেকে অনেক বেশি সমাজিক। এই নিবন্ধটির অবতারণা মূলত একজন চলচ্চিত্রকারের সৃস্টিকর্ম তার মাধ্যম, বিষয় এবং প্রকরণ নান্দনিক ভাবে এক নবজাগরণের শিহর নিয়ে এসেছিল এবং যা পর্যায়েক্রমে সেই সময়ের মূল চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। প্রথম পর্বে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে সত্যজিৎ রায় এবং সে সময়ের অন্যান্য বাংলা চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে জাঁ রেনোয়া নামক এক ফরাসি চলচ্চিত্রকারের যোগাযোগ এবং এই বঙ্গে চলচ্চিত্রের নান্দনিক ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ঢেউ আছড়ে পড়া নিয়ে। যা বৃহত্তর গাঙ্গেয় বদ্বীপে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেবে।

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বরেই চলচ্চিত্র মাধ্যমটির আদিরূপের সাক্ষী থাকে কলকাতা। ফরাসি দেশের চলচ্চিত্রের উদ্ভাবক ফ্রের লুমিয়ের বা লুমিয়ের ভাতৃদ্বয়ের প্রতিনিধিরা গোটা পৃথিবী জুড়ে শুরু করে চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী। তারই অংশ হিসেবে কলকাতায় এসে পৌঁছায় 'চলা ছবির' অভিনব প্রাযুক্তিক উদ্ভাবন। সেই বিন্দু থেকে আজকের নান্দনিকভাবে উৎকর্ষতা এবং সামাজিক বাস্তবতায় সমৃদ্ধ বাংলা চলচ্চিত্রের যে অনুশীলন দেখি তার পিছনে এক শিক্ষিত, মার্জিত, রুচিসম্মত পেশাদার চিত্রকর এবং সঙ্গীতজ্ঞের চলচ্চিত্র পরিচালক হয়ে ওঠার উচ্চাশার অবদান অনস্বীকার্য। তবে তা শুধু ব্যক্তিগত হয়ে থাকে নি বরং তা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে সমষ্টিগত ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে বিভিন্ন কলার প্রতিফলনে জটিল, যৌগিক এবং নবতর শিল্প মাধ্যমের সফলতা শুধুমাত্র নান্দনিক শক্তির প্রকাশ নয় বরং স্বীকৃতি এবং পরিবেশনার ওপরও নির্ভরশীল।

বাংলায়, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে কলকাতায় সে সময় সৃজনশীল গোষ্ঠীরা কাজ করার অবসর পেত। সত্যজিৎ রায় শুধু নিজে নয়, তিনি তাঁর প্রজন্মের চলচ্চিত্রকারদের যেন একটা সুর বেঁধে দিয়েছিলেন আর ভবিষ্যতে যারা ছবি করবেন তারাও হেঁটেছেন সেই পথে। যদিও তিনি বরাবরই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছিলেন। তা শুধুমাত্র তাঁর চলচ্চিত্রে শৈলী এবং বিষয় নির্বাচনের জন্য নয়, আসলে তাদের মধ্যে অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, সত্যজিৎ রায়ে শুধু ভারতীয় চলচ্চিত্রের ছবি করিয়ে নন, তিনি গোটা উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের এক মাইলস্টোন। আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের যখন ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২ তারিখে বিকেলের নরম আলোয় জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রশস্ত সিঁড়িতে বয়সের কারণে শীর্ণ অথচ দীর্ঘকায় সত্যজিৎ রায় তৎকালীন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া মিতেরঁ'র হাত থেকে সে দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান অর্থাৎ Commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur নিলেন বা অন্তিম শয্যায় শুয়ে বিশ্ব চলচ্চিত্রে সারা জীবনের অবদানের জন্য তাঁর অস্কার পাওয়া। আসুন, এসব বহুচর্চিত গর্ব এবং আনন্দঘন মুহূর্ত থেকে আমরা বেশ কিছু যুগ পিছিয়ে যাই। অনেকটা আদ্দিকালের বায়োস্কোপের ফ্ল্যাশব্যাকে যাওয়ার মত। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষিত, শোষিত সাদাকালো বিবর্ণ কলকাতায় স্বাধীনতার পর সমস্ত ক্ষেত্রে এক নতুন জাগরণ। স্বাধীনতা পাওয়ার পর পরই শুরু হয়ে গেছে তোড়জোড়। গড়ে উঠছে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। যার অগ্রভাগে সত্যজিৎ রায়-সহ চিদানন্দ দাশগুপ্ত, হরিসাধন দাশগুপ্ত এবং আরও অনেকে। শিল্পের নব মাধ্যম — চলচ্চিত্রকে নিয়ে কলকতা যেন জেগে উঠল।

বাঙালি ও বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ১৯৫৬ সালে কান চলচ্চিত্র উৎসবে 'শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল' হিসেবে পথের পাঁচালীর স্বীকৃতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এসবের পেছনে একটা অত্যন্ত উর্বর সময়, বেশ কিছু ব্যক্তিত্ব এবং কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার অবদান আমরা অস্বীকার করতে পারি না। যদি কান চলচ্চিত্র উৎসবে পথের পাঁচালীর আত্মপ্রকাশ ফল হয় তাহলে তার পিছনের যেসব প্রেক্ষাপট ছিল তা আমরা সহজেই কারণ হিসেবে ধরতে পারি।

আগেই বলা হয়েছে যে ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়। কফি হাউজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর সর্বত্র এই চলচ্চিত্র মাধ্যমটির আর্টের ব্যাপার নিয়ে ক্রমশ শিল্প অনুরাগীদের চিন্তাভাবনা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে শুরু করে।

আর এই সময়তে আরও একটা বড় ঘটনা ঘটে গেল। বিশ্ব বিখ্যাত চিত্রপরিচালক জাঁ রেনোয়ার কলকাতায় আগমন। তাঁর এদেশে পদার্পণের কারণ একটি ছবির (La Fleuve বা The River) শুটিংয়ে। কলকাতার চলচ্চিত্রমোদি এবং চলচ্চিত্রে যারা কাজ করছেন বিশেষত যারা প্রচলিত ধারণার বাইরে ছবি করা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন তারা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। কলকাতার চলচ্চিত্র মহলে একাংশের যেন মরা গাঙে ভরা জোয়ার খেলে গেল।

প্রসঙ্গত বাংলায় প্রথম নবজাগরণের ঢেউ এসেছিল রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখর হাত ধরে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এক অনবদ্য যুক্তিপূর্ণ মেলবন্ধনে তা আমাদের সমাজ জীবনের বা বিভিন্ন সংস্কারে অন্ধকারে জ্ঞানদীপ্ত আলো জ্বেলেছিল। তার ফল যতটা না সংস্কৃতিতে পড়েছিল তার থেকেও আমাদের সামাজিক জীবনে তার প্রভাব আরো সুদুরপ্রসারী ছিল। সতীদাহ প্রথা রদ থেকে বিধবা বিবাহ সবকিছুই যেন আমাদের সামাজিক জীবনের ধারাতে এক বড় পরিবর্তন। স্বাধীনতার পরপরই চলচ্চিত্রের ব্যাপারেও এবং সংস্কৃতির অঙ্গনেও একটা পরিবর্তন এসেছিল, যে পরিবর্তন যতটা সামাজিক ততটাই সাংস্কৃতিক। শুধু ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গে যারা জড়িয়ে আছেন তারা নন, যারা আন্দোলনের বাইরে কিন্তু সুশিক্ষিত, মার্জিত, রুচিসম্মত তারাও বুঝতে পারছিলেন যে বাংলা বা ভারতীয় ছবি যে পথে চলছে তাতে তাদের জীবন বা তাদের মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটছে না। আসলে এই 'রিভার' ছবিটি তৈরি করার পেছনেও জাঁ রেনোয়ার একটা প্রেক্ষাপট ছিল।

'রিভার' কাহিনীতে ভারতীয় প্রেক্ষাপট রেনোয়াকে আকৃষ্ট করেছিল সেটা শুধুমাত্র তাঁর ব্যক্তিগত আকর্ষণ নয়। তার পেছনে কারণ গভীর নন্দনতত্ত্বের সিনেমাতোগ্রাফি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার একটা ইচ্ছে তাঁর ছিল। অবশ্যই সেটা তাঁর ছবির কনটেন্ট এবং ফর্ম নিয়ে। হয়তো শিল্পী হিসেবে কোথাও কোথাও পাশ্চাত্যের বুর্জোয়াদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিয়ে যথেষ্ট একঘেঁয়েমিতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পাশ্চাত্যে অর্থাৎ ইউরোপ এবং আমেরিকাতে কাজ করার পর ভারতবর্ষে এসে বিশেষত বাংলায় পৌঁছে তাঁর যেন নয়ন জুড়িয়ে গিয়েছিল। একথা সত্যজিৎ রায় এবং সমসাময়িক চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের লেখায় বারবার ধরা পড়েছে। এদিকে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবাংলায়, মহানগর কলকাতায় তখন চিন্তার ভাঙা-গড়া তীব্র ভাবে জারি রয়েছে। তার সুবাস সর্বত্র। টলস্টয়, রোমাঁ রঁলা, রবীন্দ্রনাথ পেরিয়ে ক্রমশ দক্ষিণের বারান্দার টাটকা বাতাসের মতো বাম হাওয়া তখন খেলছে উন্মুক্ত রূপসী বাংলায়। দাঙ্গা, দেশবিভাগ তারও আগে স্বাধীনতার জন্য লড়াই থেকে ক্রমশ যেন এক মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন অনুরণিত হচ্ছে নন্দনতত্ত্বে, চিন্তাভাবনায়। সেই সময়টার কথা একবার ভাবুন। কলকাতায় ক্রমশ দানা বাঁধছে বাম মনোভাবাপন্ন চিন্তাভাবনা। যার গোড়ায় সাম্রাজ্যবাদীদের সুতীব্র বিরোধিতা। দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। উন্নত শিরে স্বাধীন চিন্তাভাবনা কলমের ডগায়, চিত্রকরের তুলিতে, স্থপতির ভাস্কর্যে, মঞ্চের নাটকে, সঙ্গীতের স্বরলিপিতে সর্বত্র নবান্নে ঘ্রাণ। বাংলা গদ্য সাহিত্য থেকে পদ্য, চিত্রকলায়,স্থাপত্যে, নাটক, সঙ্গীতে চারিদিকে যেন গণসংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্ট। অনেকেই নিজেকে তখন মনে করতে শুরু করেছেন সাংস্কৃতিক কর্মী। বাংলা উপন্যাসই দেখুন না। সেই সময়ের আগে পরে বাংলা উপন্যাসে যে 'সামাজিক-বাস্তবতা' দেখা গেল তা ফরাসি সাহিত্য-সহ পৃথিবীর যেকোন ভাষার প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে।

প্রখ্যাত ফরাসি গবেষক জাঁ ক্লমাঁ তাঁর গবেষণাপত্র 'লে রলাসিওঁ ফামিলিআল দাঁ ল বঁঙ্গাল রুরাল'-এ হদিশ দিচ্ছেন নিও-রিয়ালিস্ত বা নব্য-বাস্তববাদী বাংলা উপন্যাসের। তিনি সেখানে লিখছেন; 'যে বস্তুবাদী ধারা বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলা সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে তাকে ভিত্তি করেই এই আলোচনা। ভারতবর্ষ যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত সেই যুগে ঔপন্যাসিকরা গ্রামীণ জীবনে পুনরায় খুঁজে বার করতে চেয়েছেন ভারতীয়ত্বকে।

জাতিবিজ্ঞানভিত্তিক সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা প্রস্তাবিত সমস্যাগুলির (কথাসাহিত্যের সৃষ্টিকর্ম ও সামাজিক বাস্তবতার সম্পর্ক, বহিরঙ্গ রূপায়ন ও নন্দনতাত্ত্বিক মতাদর্শের সমস্যা ইত্যাদি) উপস্থাপনার পর এই নিবন্ধে পারিবারিক কাঠামো (পরিবারের গঠন, তার কার্যকারিতা, বিবাহ, আত্মীয়তা-বন্ধন) এবং পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে একটা পুর্ণ প্রতিচ্ছবি তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে কথাসাহিত্যের উপাদানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে, জীবন থেকে নেওয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণে সমৃদ্ধ জাতিবিজ্ঞানের প্রামাণ্য নিদর্শন হিসেবে এবং বাঙালীর মনোজগতে উপলব্ধ পারস্পরিক মানবিক সম্পর্কের আন্তরিক প্রতিরুপায়ণ হিসেবে। গবেষণার উপসংহারে প্রতিপাদন করা হয়েছে যে, বাঙালী সমাজের কেন্দ্রে রয়েছে পরিবার এবং দেখানো হয়েছে তার বিতর্কিত অস্তিত্ব ও ছিন্নভিন্ন করা অন্তর্বিরোধের মধ্য দিয়ে পরিবারই হলো আজকের ভারতীয় সত্তার আত্ম-পরিচয় সন্ধানের ক্ষেত্র।'

গবেষক জাঁ ক্লমাঁ তাঁর সুদীর্ঘ গবেষণাপত্রে হাজির করেছেন পথের পাঁচালী, পদ্মা নদীর মাঝি, পুতুল নাচের ইতিকথা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম... এরকম অমর অবিস্মরনীয় উপন্যাসগুলিকে।

দেখুন ক্লমাঁ মহাশয়ের আলোচ্য প্রথম উপন্যাস যাকে নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন সেই পথের পাঁচালীই চলচ্চিত্র হিসেবে কান চলচ্চিত্র উৎসবে পরবর্তীকালে 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানব দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্ববিশ্রুত ফরাসি চলচ্চিত্রকার ও নবতরঙ্গের অন্যতম পুরোধা পুরুষ ফ্রাঁসোয়া ত্রুফোদের মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও। আসলে সেই প্রেক্ষাপটই হয়ে উঠেছিল রেনেসাঁর ধাত্রীভূমি। নিবন্ধকারের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে চলচ্চিত্রকার কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ও প্রায় একই মত পোষণ করেছেন।

ঋতব্রত: কমললেশ্বরদা- গণনাট্য, Film Society Movement সে সময় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে। তখন পৃথিবী জুড়ে বামেদের প্রভাব। যেমন 'বাইসাইকেল থিভস' বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি সারা পৃথিবী জুড়ে সেটা প্রচার করেছে, দেখাচ্ছে, আলোচনা করেছে। আপনি কি মনে করেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে, সত্যজিৎ রায়ের ছবি করার, আমি বলবো না, সত্যজিৎ রায় সেই ভাবেই ছবি করেছেন, কিন্তু কোথাও যেন সুরটা আন্তর্জাতিক ভাবে মিলে গিয়েছিল?

কমলেশ্বর: আমি সংক্ষেপেই বলছি ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩-এর যে গ্রেট ডিপ্রেশন, সেই ডিপ্রেশন থেকেই উত্তরণের পথ সমাজতন্ত্র হতে পারে — এটাই অনেকে মনে করতে শুরু করেছিলেন। কারণ মানুষের মধ্যে অর্থকরী কারণেই মানুষের ডেকাডেন্ট (অবক্ষয়), তার যে উত্তরণের পথ হতে পারে সমাজতন্ত্র, তার থেকে সুরাহার পথ- হতে পারে একটা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা। আর অন্যটি হচ্ছে তার বিপরীতধর্মী স্বৈরতান্ত্রিক চিন্তাধারা, যেটা হচ্ছে ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদ যার থেকে হিটলার, মুসোলিনির উৎপত্তি। ১৯৩৩ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত একটা ভয়ংকর পরিবর্তনের যুগ গিয়েছে সারা পৃথিবীতে। তার যে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদের যে চলনটা ছিল - তা খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হতে শুরু করল এবং রাষ্ট্রক্ষমতার সঙ্গে একটা অদ্ভুত করপোরেটের বিরোধ শুরু হল। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণা হল। তখন এই বাজারের লড়াইটাও শুরু হচ্ছে এবং পোশাকি লড়াইটাও শুরু হচ্ছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর মানুষকে তখন সম্মিলিত হতে হচ্ছে। অন্যদিকে ভাবতে হবে যে ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলন বিশ্বজুড়ে জোরদার হচ্ছে এবং ব্রেশট-এর হাত ধরে বা রঁমা রল্যাঁর হাত ধরে সারা বিশ্বে ফ্যাসিবাদী বিরোধী আন্দোলনও দানা বাঁধছে। আমাদের এখানেও কিন্তু একদিকে যেমন পেইনটিং-এর ক্ষেত্রে নুরেনবার্গ চালু হচ্ছে, সেই নুরেনবার্গকে চ্যালেঞ্জ করে অন্যদিকে Kolkata Art Center তৈরী হচ্ছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিঠি পাঠাচ্ছেন, এবং প্রগ্রেসিভ রাইটিং অ্যাসোসিয়েশন তৈরী হচ্ছে, ফ্যাসিবাদ এর বিরুদ্ধে লেখা চলছে। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, তিনি সেটার প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন। ঠিক সেটার থেকে ১৯৪৩ সালে IPTA (Indian People's Theatre) তৈরী হচ্ছে এবং 'নবান্ন' নাটক দিয়ে শুরু হচ্ছে। সেই নাটকের আগে যে নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছিল, তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই নাড়া দিচ্ছে আরও দুটো মাধ্যমকে। তার মধ্যে একটা সিনেমা, যে কারণে সত্যজিৎ রায় তখন ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সাথে যুক্ত তখন থেকেই তাঁর উপর প্রভাব পড়ছে। ছবি করলে অন্য ধরনের ছবি করতে হবে, বাস্তববাদী ছবি করতে হবে, যা চলছে সেই ছবিকে চ্যালেঞ্জ করে। পাশাপাশি ঋত্বিক ঘটক বা মৃণাল সেনও বিষয়টা তাই করছেন। তাঁরা ছবির মধ্যে দিয়ে, রাজনৈতিক একটি দর্শনকে প্রচার করার চেষ্টা করছে। সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে বিভিন্ন ভাবে বামপন্থী রাজনীতি প্রকাশ করছেন। একই ভাবে থিয়েটারে উৎপল দত্ত বা সুধী প্রধানদের হাত ধরে এবং হেমাঙ্গ বিশ্বাসের হাত ধরে তা হচ্ছে সঙ্গীতে। এই বোধটা বাঙালির আগাগোড়া শিল্পবোধটাকেই ধাক্কা দেবে। সেটা স্বাভাবিক ছিল, আমরা যদি দেখি চেতন আনন্দ, কেএ আব্বাস, এবং এর পরবর্তীকালে যারা এসেছেন ছবির দুনিয়ায়, তারা কিন্তু ছবির দুনিয়ায় বা অন্যান্য শিল্প মাধ্যমে, শিল্প মাধ্যমের ভাষাটাই পরিবর্তন করতে চাইতেন।

সত্যজিৎ রায় নিজেও লিখেছেন যে তাঁর উপর এই প্রভাব পরে। একদিকে কিছু রাশিয়ান ফিল্ম মেকার যেমন আইজেনস্টাইন, পুডোভ্কিন, দোভজেনকো যারা তখন সময় বদলানোর কথা বলছেন। আবার অন্যদিকে একটা বিরাট প্রভাব পড়লো ইতালিয়ান নিওরিয়োলিস্তদের। যারা নতুন করে রিয়োলিজমের কথা বলতে চেয়েছেন। বিশেষ করে দিসিকা বা রোজেলিনি বা ভিস্কন্তির কথা বলি, তখন আমরা অনেকেই ভুলে যাই এনাদের তিনজনের চিত্রনাট্যকার জাভাত্তির কথা। জাভাত্তির কথা ভীষণভাবে পৃথিবীর ছবির ইতিহাসকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। এটা গেল একটা দিক। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তৈরী হল, সেটা হচ্ছে ব্রেশট এবং চ্যাপলিনের দর্শন,এদেরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে। বিদেশের এই তিনটে ধারা আমি হয়তো ফর্মের দিক থেকে অতটা ধরছিনা কিন্তু কন্টেন্ট এর দিক থেকে, তারা প্রতিবাদী সংস্কৃতির উদ্ভূত ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সত্যজিৎ রায় এই ভাবেই ছবির নির্বাচন করছেন বলেই আমার বিশ্বাস। যখন তিনি পথের পাঁচালির মতো বিষয় নির্বাচন করছেন তখন তিনি কিন্তু পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বা সামাজিক কোনো গল্পে যাচ্ছেন না। যা তুলে ধরলেন,সেটা হচ্ছে সে সময়ের বিপর্যস্ত গ্রামবাংলার চিত্র। মহেশে আমরা যেমন দেখি শোষণের ধারায় পরিবর্তন ঘটছে ঠিক সেইরকমই আমরা এখানে দেখি ব্রাহ্মণ পরিবার কিভাবে উৎখাত হচ্ছে, নিজের গ্রামের থেকেই displaced। একদিকে ঋত্বিকবাবু যেমন দেশ থেকে দেশের Displacement-এর কথা বলছেন, অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্বদেশে Displacement কিভাবে হয়। প্রান্তিক দরিদ্র মানুষের সেই ছবিটা উঠে আসছে পথের পাঁচালির মধ্যে, শুধু পথের পাঁচালি না পরবর্তী ছবিগুলোতেও হচ্ছে। সবকিছুতেই বাস্তববাদী, অবশ্যই আগের যে ধারা ছিল, সেই ধারাতেই প্রোথিত জীবনকে চ্যালেঞ্জ করা। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে প্রভাব, তা অবশ্যই কাজ করছিল। আগের ছবির যে ধারা, তার প্রোথিত জীবনকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই, আন্তর্জাতিক বিশ্বের যে গণপ্রকোপ তা কাজ করেছিল।

ঋতব্রত: কমলেশ্বরদা, এর পরের প্রশ্নটায় আপনি আমার সাথে সহমত হতে পারেন, নাও হতে পারেন, প্রশ্নটা একটু দীর্ঘ। আপনি যে সত্যজিৎ রায়ের ছবির content এবং Form নিয়ে বলেছেন, এটা তাঁর লেখাতেও পাই এবং তিনি বার বার বলেছেন, হলিউডের ছবি দ্বারা তিনি প্রভাবিত ছিলেন কিন্তু সেটা Form এর দিক থেকে, কিন্তু content এর দিক থেকে বাজার অর্থনীতিতে হলিউডের যে ছবি তৈরি হয় তার সীমানা ছাড়িয়ে রুশ দেশে, ফরাসি দেশে, এমনকি জাঁ রেনোয়ার 'রোগাল দু জ' (Rules of the game), অথবা যারা নিওরিয়ালিস্ট ছবি করেছেন, কন্টেন্ট-এর দিক থেকে তাদের কাছ থেকেও তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং সত্যজিৎ রায়ের ছবির মধ্যে বিশেষ করে পথের পাঁচালি কোথাও যেন ভারতীয় উপনিষদ বা দর্শনের প্রভাব যেমন আমরা সর্বংসহা সর্বজয়াকে দেখছি। তার পরিবারের জন্য তার ছোট ছোট আত্মত্যাগ ইউরোপের চোখে তখন ধরা পড়ছে যে এটা একটা অন্যরকম চরিত্র, কারণ সেই সময় তো নুভেল ভাগ বা ফরাসি ছবিতে নবতরঙ্গ শুরু হয়ে গিয়েছে, গোদার, ফ্রাঁসোয়া ত্রুফো, রিভেৎ তারা তো কাজ করতে শুরু করেছেন। ফরাসি দেশে 'মেট্রো, অফিস, ফ্ল্যাট' এর বৃত্ত এই যে নাগরিক যন্ত্রনা এটাতো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেলুলয়েডে, সাহিত্যর ক্ষেত্রে। কোথাও কি এর বাইরে গিয়ে এই তিনটে ধারা, সত্যজিৎ রায়ের ছবিকে অনন্য করে তুলেছে? তা আপনি কি মনে করেন, মানে আমি বলতে চাইছি যে হিন্দুত্ব বা যে সমস্ত সনাতন ধর্ম আমি এর মধ্যে যাচ্ছিনা। আমি যাচ্ছি, উপনিষদের যে একটা আত্মত্যাগ, কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে পরিবারকে টিকিয়ে রাখা আবার নৃতাত্ত্বিকরা দেখেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন, সেই সময়কার একের পর এক সাহিত্যে বিভিন্ন সাহিত্যিকরা যা রচনা করছেন। তার একটু আগে-পরে Indian family concept, বাঙালির পরিবার, সেই পরিবারের মধ্যবিত্তের যন্ত্রনা, মূল্যবোধ উপনিষদের সেই সমস্ত কথা যেগুলোকে ভারতীয়রা দিনের পর দিন বিশ্বাস করে এসেছে, আপনার কি কোথাও মনে হয়, এই তিনটে ধারা, একটা প্রবহমান গতির মধ্যে দিয়ে, ছবির মধ্যে প্রকাশ হয়েছে। তাই এই জন্যই কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল- এ রাতের বেলায় দেখানো সত্ত্বেও পরের দিন প্রায় জোর করে আবার সবাইকে দেখানো হয়। অন্য জুরিদেরও নিয়ে আসা হয়, আপনার কি মনে হয়েছে, এই তিনটে ধারার কোথাও একটা নান্দনিক হিসেবে ইন্টারপ্রেট করার চেষ্টা করেছেন, তার সিনেমাতোগ্রাফিতে?

কমলেশ্বর: অবশ্যই। প্রথম কথা হচ্ছে যে হলিউডের বিশেষ করে অরসন ওয়েলস কথা বলব, কার্ল ড্রায়ের ....এদের ছবি বানানোর প্রতি সত্যজিৎ রায়ের একটা ভীষণভাবে ভালোলাগার জায়গা ছিল। পাশাপাশি একই সঙ্গে, কখনও নুভেল ভাগের একটা বিরাট প্রভাব যে অতিয়ের (Auteur) হিসেবে নিজের একটা বাস্তববাদী দর্শন এবং নিজের যে উপলব্ধির অনুভব, তা উপলব্ধি করা Studio and Star system এর মধ্যে যাবে না। এটাকে দ্বিতীয় সংমিশ্রণ অবশ্যই বলব। তৎকালীন ছবির অবশ্যই সার্গেই আইজেনস্টাইন যে বিশাল প্রভাব বিশ্ব চলচ্চিত্রে যে মন্তাজ নিয়ে কাজ, এটাও কিন্তু তার অন্যান্য উদ্ভাবন এবং শুধু আইজেনস্টাইন নয়, আইজেনস্টাইন, পুডোভ্কিন, এই ছবিগুলোর যেগুলো রাশিয়ান ঘরানার থেকে আসছে, তার সঙ্গে ভারতের ভারতীয়ত্ব , ভারতের যে সংস্কৃতি, তার আমাদের সংস্কৃতিতে যে প্রভাব এবং সেই সময়ে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর, সেই সময়ে যে স্বাধীনতা এসেছে, স্বাধীনতা-উত্তর, দেশভাগ- উত্তর, যে যন্ত্রনা, যে নাগরিক এবং গ্রামের মানুষের যন্ত্রনা, এবং যান্ত্রিক মানুষের যন্ত্রনা, সেটাও কিন্তু একই সাথে আসছে। সেটা ভারতীয় মনন যে জায়গায় সেই জায়গা থেকে। তো এই চারটে ধারার সংমিশ্রণ হচ্ছে তার থেকেই পথের পাঁচালির মতো গল্পকে বেছে নেওয়া। তখন সেই দশক,সেখানে স্বাভাবিকভাবেই বিভূতিভূষণের নিজস্ব মনে, তাঁর যে গ্রাম্য কষ্ট তিনি যা দেখাচ্ছেন, তাঁর যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাই তো লেখা হচ্ছে। সেখানে কোনো রাজ পরিবারের কথা লেখা হচ্ছে না, সেখানে কোনো পৌরাণিক কথা লেখা হচ্ছে না, কোনো ঐতিহাসিক বৃত্তান্তও নয়। সেটা হচ্ছে মূলত একটি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবার, তারা উৎখাত হয়ে কিভাবে শহরে আসছে, এই নিয়ে যে যন্ত্রণার গল্প। এই যে যন্ত্রণার গল্পই যখন নির্বাচন করছেন সত্যজিৎ রায়, এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে তাঁর ছবির ঘরানা।

কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় যা বলেছেন তার থেকে এটা স্পষ্ট জন্মশতবর্ষেও সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টিকর্মের উৎসমুখেই তৎকালীন বঙ্গ এবং ভারতীয় সমাজব্যবস্থার এক সন্ধিক্ষণের প্রতিধ্বনি কান পাতলেই শোনা যায়। মহাকালের সারণিতে তা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক। সুতরাং সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটকরা যে সময়ে দাঁড়িয়ে ছবি করেছিলেন তা ছিল বাংলায় আরও একটা রেনেসাঁ। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম হয়ত স্বীকৃতি দেবে রায় এবং তৎকালীন বঙ্গসমাজের চলচ্চিত্রকারদের। অতি অবশ্যই সেইসময় চলচ্চিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত হরিসাধন দাশগুপ্ত,চিদানন্দ দাশগুপ্ত অথবা কমলকুমার মজুমদারের মত ব্যক্তিত্বদের যাঁরা সেই রেনেসাঁস যুগের সাহিত্য, চিত্রণ, ভাস্কর্য, নাটক, সঙ্গীতেও যাঁদের স্পর্শ ছিল।

কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে এই নব জাগরণকে আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় পৌঁছে দিয়েছিল চলচ্চিত্রকারাই। রায়, রেনোয়া এবং বাংলার এক নতুন রেনেসাঁ হয়তো সবার অলক্ষ্যে ঘটে গিয়েছিল। যাকে আজও সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবর্ষে আমরা পুনরুদ্ধার করে পূর্ণাঙ্গ স্বীকৃতি দিতে পারিনি।